৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৬ ফাল্গুন – ২ চৈত্র, ১৪২৯ ঃ ১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 21, 11 March - 17 March, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখো ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

বসন্ত উৎসব সোনাঝুড়ি হাট

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এ সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও ফিরল না ১৯১১ জনের

বাতিল হওয়া চাকরি। আবার এই সব শূন্য গ্রুপ ডি পদে পরবর্তী শুনানী পর্যন্ত নিয়োগেও স্থগিতদেশ দিল শীর্ষ আদালত। দীর্ঘ হল চাকরিপ্রার্থীদের অপেক্ষা।

রবিবার : মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কটূক্তি করার অভিযোগে রাত

৩ টের সময় বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ ও কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কোর্ট থেকে জামিন হয়ে যায় কৌস্তভের। তীব্র সমালোচনা ও ঘৃণায় কলঙ্কিত হল রাজ্য পুলিশ।

সোমবার : ভাইরাল জ্বরের আক্রমণ ও শিশু মৃত্যু অব্যাহত

রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত শ্বাসকষ্ট সহ নানা উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে ১২৯ জন শিশুর। বি সি রায় হাসপাতালেই মারা গিয়েছে ৭ জন।

মঙ্গলবার : সরকার ও রাজভবনের টানাপোড়েনে

সাময়িক বিরতি ঘটিয়ে তিন মাসের জন্য উপাচার্য্য নিয়োগ হল রাজ্যের ৩০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের আলোচনার পর জট কাটল।

বুধবার : নানা আইনি জটিলতা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডলকে

দিল্লি নিয়ে গেল ইডি। হেফাজতে রেখে শুরু হয়েছে ইডির জেরা। আরও একবার মুখ পুড়ল বাংলার।

বৃহস্পতিবার : কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্টে আবাস যোজনার অনিয়মের

১০ টির ভিতর ৭ টি তেই ধরা পড়েছে গরমিল। কেন্দ্র রাজ্যকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে তাই বুঝতে পারছে না রাজ্য। চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রকে।

শুক্রবার : নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেল টলিউডের

একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম। বনি সেনগুপ্তকে হাজিরা দিতে হল ইডির দপ্তরে। কুন্তল ঘোষের নেওয়া ৪০ লক্ষ টাকার হাল হকীকত জানতে চায় ইডি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চন্দন মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা

মামা-ভাগ্নে গ্রামে সোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা ব্লকের অন্তর্গত মামা-ভাগ্নে গ্রামে এখন শুধুই ক্ষোভের সুর। চন্দন মণ্ডল ওরফে রঞ্জন গোটা গ্রামটিকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে চন্দন গ্রেপ্তার হওয়ার পর আসল সত্যিটা প্রকাশ্যে আসে। এ প্রসঙ্গে বাগদা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অনুপ ঘোষ তার বিস্ফোরক বক্তব্যে বলেন, 'দিনের আলোতেই খোলা মেলা চলত এই দুর্নীতি। চন্দনের বাড়িতে প্রতিদিন লোকজনের লাইন লেগেই থাকত। চাকরির জন্য সকাল বিকেল বহু মানুষ ভিড় করত এই বাড়িতে। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের বহু নেতাও তার কাছে এখানে হাজির হয়েছে। টাকার বিনিময়ে এই চাকরি দুর্নীতি ভোগান্তির শিকার হয়েছে মামা-ভাগ্নে গ্রামের প্রায় একশো বেকার যুবক যুবতী। আর এর আশপাশ মিলিয়ে প্রায় দেড় দুশো। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যত না লোক হত, তার চেয়ে বেশি লোকের ভিড় ছিল আমাদের গ্রামে, চন্দনের বাড়িতে। থানার বড়বাবু, বাগদা ব্লকের বিডিও সহ বাগদা স্কুলের হেডমাস্টারও জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন এই বাড়িতে।' অনুপবাবু এমনও বলেন, 'উত্তর চব্বিশ পরগণার মামা-ভাগ্নে গ্রাম এখন একটি বহুল পরিচিত নাম।' তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক উপেন বিশ্বাসের মুখে চন্দন ওরফে সৎ রঞ্জনের প্রসঙ্গ আসার পর সিবিআইয়ের নজর পড়ে এই গ্রামে। চন্দনের কর্মকাণ্ড নিয়ে যা যা তথ্য উঠে আসে সি বি আইয়ের হাতে, তা এর একটা তাজা বোমার মত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহল। তৃণমূল নেতা আরও বলেন, চন্দনের বাড়িতে শুধু যায়নি গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষগুলো। এছাড়া প্রভাবশালী যারা তাদের যাতায়াত নিত্যই লেগে ছিল। চন্দনের ফোঁটা নিতে তারা কেউ বাকি ছিলেন না। ১৬ কোটি তো সামান্য। এখান থেকে বস্তা বস্তা টাকা গিয়েছে কলকাতায়।' এদিকে মামা-ভাগ্নে গ্রামে এখন টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়াদের কাজ বাতিল হচ্ছে। এ নিয়ে চন্দন মণ্ডলের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে, তা মামা-ভাগ্নে গ্রাম ঘুরলে বোঝা যায়। তৃণমূল নেতা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন 'আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিতিয়ে পার করেছি। এখন দালালরা দলটা নিয়ন্ত্রণ করছে। চন্দন মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, শান্তি প্রসাদ, কল্যাণময়, পরেশ অধিকারী, প্রসন্ন এরা সবাই তো এক সময়ের সিপিএমের লোক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরই তৈরি এই দালাল রাজ।' সবশেষে অনুপবাবুর বিস্ফোরক মন্তব্য, এ মুহূর্তে চাকরি গিয়েছে প্রায় পঁচিশ তিরিশ জনের।

এরপর পাঁচের পাতায়

৮হাজারেরওপরবিদ্যালয়ে কোপ? গুঞ্জন চারিদিকে

কুনাল মালিক

সম্প্রতি একটি ৮২০৭টি প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি বিদ্যালয়ের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে পিডিএফ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে সারা রাজ্যের ৮২০৭টি বিদ্যালয়ের নাম, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষকের নাম, বিদ্যালয়ের কোড নং, জেলা, ব্লক সব উল্লেখ আছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রের সংখ্যা ৩০এর নীচে। তাই রাজ্য সরকার নাকি বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু যেহেতু সরকারিভাবে এখন কিছু ঘোষণা হয়নি, তাই এই বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল ও গুঞ্জন বাড়ছে। অনেকেই ভাবছেন এটা সম্ভব নাকি? আবার অনেকেই ভাবছেন বিদ্যালয় সম্পর্কে যেভাবে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা শিক্ষা দফতর ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা চাইছি এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করুক তার বক্তব্য। তবে ৮২০৭টি বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৩০এর নীচে নেমে গেল কেন? যখন জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, সেখানে তো বিদ্যালয় বাড়ার কথা। তার বদলে বিদ্যালয় বন্ধ করা হবে কেন? তাহলে কি সরকারী বিদ্যালয়ের ওপর জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে তারা অনেক খরচ করে প্রাইভেট বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন। অনেক মানুষ জানাচ্ছে সরকারী বিদ্যালয়ে দিন দিন শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। শুধু মিড ডে মিলের খাবার জন্য অভিভাবকরা আর তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারী প্রাইমারি স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। আবার অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যদি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়, ঐ বিদ্যালয়গুলি কি বিক্রি করে দেওয়া হবে নাকি অন্য কাজে লাগানো হবে?

সরকারের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও ধর্মঘটে কর্মীরা, আরও আক্রমণের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) দাবিতে শুক্রবার সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং বিদ্যালয়ে সরকারী কর্মীদের ধর্মঘট ছিল চোখে পড়ার মতো। ধর্মঘট ব্যর্থ করতে রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ ঘোষণা করে জেলাশাসকদের আদেশ দিয়েছিলেন যে সব দফতর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে হবে। এদিন কোনো ধরনের ছুটি গ্রাহ্য হবে না। কাজে না এলে ওই দিনের বেতন কাটা যাবে এবং কর্মজীবন থেকে ওই দিনটি বাদ যাবে। কিন্তু শুক্রবার দেখা গেল এ সমস্ত কড়া নির্দেশ উপেক্ষা করে ৩৬টি সংগঠনের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের সদস্যরা ধর্মঘটে সামিল হলেন। প্রতিটি জেলাতেই এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কনভেনর ভাস্কর বসু বর্তমানে অনশনে আছেন। তিনি এদিন বলেন, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার ছেলেদের দিয়ে ধর্মঘটিদের

ভয় দেখাচ্ছেন। বিষয়টি আমরা ডিজিকে জানাচ্ছি। এভাবে আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাজভবন থেকে তাদের অনশন তুলে নিতে বলা হলেও রাজ্য সরকার এখনও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুরেও ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষার ডি আই দপ্তরে ডেপুটেশন দেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এবিটিএর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুপ্রিয় রায় বলেন, নোদাখালী জোনে ২৮টি হাই স্কুলের ৯৯ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা আজ আসেননি। আলিপুরেও ধর্মঘট সফল হয়েছে।

শুক্রবার ধর্মঘটের প্রভাব দেখে নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার। নবান্নকে প্রত্যেক জেলাশাসক এবং বিভাগীয় প্রধানদের সার্কুলার পাঠিয়ে জানানো হয় শুক্রবার পৌনে ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চারবার হাজিরা চেক করে বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে হবে। যারা অনুপস্থিত হয়েছেন, কি কারণে আসতে পারেননি তাও রিপোর্টে পাঠাতে হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রকৃতি পুরুষে নিঃস্ব হচ্ছে সুন্দরবন

ওঙ্কার মিত্র

সুন্দরবন ক্রমশ যেন তার জৌলুস হারাচ্ছে। বিশ্ব বিখ্যাত এই বাদা বনের পরিবেশ বিধি ভাঙার উত্তোরত্তর প্রবণতায় ঘোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশ কর্মীরা। এখানে এখন জমি হাঙরদের দাপাদাপি। আট ন মাস আগে জাতীয় পরিবেশ আদালত সতর্ক করে দিয়েছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ধার ঘেঁষা বেশির ভাগ হোটেল, রিসর্ট, সরকারি আবাস গড়ে উঠেছে পরিবেশ আইন উপেক্ষা করে। কোস্টাল রেগুলেটারি জোন বা উপকূল বিধি তোয়াক্কা না করে নদী নালা বা খাঁড়ির বুকে কীভাবে ওইসব পর্যটন গড়ে উঠল তা নিয়ে কৈফিয়তও তলব করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, বাসন্তী থেকে গোসাবা সুন্দরবনের অধিকাংশ বেসরকারী হোটেল উপকূল বিধির তোয়াক্কা না করে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় বেশ কিছু সরকারি পর্যটন আবাসও গড়ে

উঠেছে বাদাবন উচ্ছেদ করে। সুন্দরবনের বাদাবন কিংবা বাঘ নয়, রাজ্য সরকারের কাছে ঢের মূল্যবান অনিয়মের পথে পর্যটনের প্রসার এবং তার মুনাফা। শুধু পরিবেশবিদেরাই নয় জাতীয় পরিবেশ আদালতও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হোটেল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে। এই সব পর্যবেক্ষণ বলে দিচ্ছে সুন্দরবনের প্রকৃতি ঘোর সংকটে। তাকে প্রতি মুহূর্তে লড়তে হচ্ছে মানুষের লোভ লালসার সঙ্গে। বলা বাহুল্য বেশিরভাগ সময়ই সুন্দরবনের বাদা বন আত্মসমর্পণ করছে মানুষরূপী জন্তুদের কাছে। এতো গেল প্রকৃতির কথা। সুন্দরবনের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও আজ পরিযায়ী দলে নাম লিখিয়েছে। বিধানসভার পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন এবং সুন্দরবন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে উঠে এসেছে যে কাজের খোঁজে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন সুন্দরবনের যুব সম্প্রদায়ের এক বড় অংশ। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেটে সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত অর্থের অর্ধেকের কম দেওয়া হয়েছে বলে এই কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি বলেছে, মূল পরিকল্পনা খাতে সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণ, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন বনসৃজন, মৎস্যচাষ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা মূলক প্রকল্পে ৫৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল কিন্তু পাওয়া গিয়েছে ২০৬ কোটির সামান্য বেশি। কমিটির সুপারিশ

এরপর পাঁচের পাতায়

পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

অরিজিৎ মণ্ডল

গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসের ঘেরী এলাকার ১৩৭ ও ১৩৮ নম্বর বুথের বাসিন্দারা সকাল থেকেই পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মূলত তাদের দাবি এই এলাকায় প্রায় ১০০ টিরও বেশি পরিবার বসবাস করে কিন্তু সঠিক মতন পানীয় জল মেলে না। তাদের অনেক দূর থেকে তাদের জল আনতে যেতে হয়। এমনকি ট্যাপকলের নোংরা দূষিত জল খেয়ে প্রায়শই অসুস্থ

হয়ে পড়ছে গ্রামবাসীরা। প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে বারে বারে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। আর সেই কারণেই সকাল থেকেই পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। তবে এই বিষয় নিয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল জানায় ৫০০ মিটারের মধ্যে দু খানা পানীয় জলের কল রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গণ ইস্তফা কদম্বগাছিতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরের কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে ডাক না পেয়ে সম্প্রতি তৃণমূল দল থেকে গণ ইস্তফা দিলেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। এদিন দল ছাড়ার মূল কারণ হিসেবে দাবি করা হয়, তাদের এই কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমন কি গত নির্বাচনে যারা আইএসএফকে সমর্থন করেছে তারাই এখন দলের কাছে শ্রেয়। এমন দাবি তুলেই দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গা বিধানসভার কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২৬ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে প্রধান, উপপ্রধান সহ মোট ২৩ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। এদিন বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার 'দিদির সুরক্ষা কবচ'

এরপর পাঁচের পাতায়

ডাঃহাঃ শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে ২০০৯ এর প্রাথমিকের যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা। সোমবার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে নিজেদের চাকরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ২০০৯ এর প্রাথমিকের যোগ্য প্রার্থীরা। তাদের অভিযোগ, সরকার তাদের হকের চাকরি থেকে বঞ্চিত করছে। প্যানেলে নাম উঠলেও আজও নিয়োগপত্র পাননি তারা। অবশ্য নিজেদের চাকরির নিয়োগপত্র পাওয়ার দাবি জানিয়ে একাধিকবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেও কোন সুরাহা মিলেনি। নিজেদের নিয়োগের দাবি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর উচ্চ আদালত যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের নির্দেশ দেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেষ্টর দিল্লি যাত্রায় ঘোর শঙ্কিত 'গুছিয়ে নেওয়া' তৃণমূলীরা

দেবাশিস রায়: রাজ্যজুড়ে দোল উৎসবের আনন্দের মধ্যেই আদালতের নির্দেশে বীরভূমের কেষ্ট মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গেই 'গুছিয়ে নেওয়া' তৃণমূলীদের ঘরে ঘরে শঙ্কার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। যাঁরা এতদিন ভাবতেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে জব্দ করা যায় না, সেই তাঁদের মনেই একরাশ ভয় চেপে বসেছে। দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পরেও কেষ্ট মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা আটকানো গেল না। বহু কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জেরা করার জন্য ইডি যখনই তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার নিয়ে যাওয়ার আদালতের নির্দেশ পেয়ে গেল তারপর থেকেই পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতা-কর্মীদের গলা শুকিয়ে কাঠ। রাজনীতিকে সঙ্গী করে দেশের সেবা ও দশের সেবার আড়ালে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আখের গুছিয়ে আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠছিলেন ঘোর শঙ্কায় সেই তাঁদেরই এখন রাতের ঘুম উধাও। এইসব কর্মীরা বুঝে গিয়েছেন দলের নেত্রী থেকে শুরু করে কোনো নেতারই বিপদের সময় দাঁড়াবার মুরদ নেই। এতদিন যাঁরা ভাবতেন রাজ্যে ক্ষমতাসীন তাঁদের দাদা দিদিরা পাশে দাঁড়িয়ে সব সামলে দেবেন, তাঁরা আজ গভীর সঙ্কটে পড়েছেন। কথায় আছে, ম্যাড়া লড়ে খুঁটির জোরে। এখন তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, আসলে আদালত এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে এসব খুঁটির কোনো জোর নেই। কেষ্ট মণ্ডলের মতো নেতাকে যখন কেউ সাপোর্ট দিতে পারল না তখন অন্য নেতারা তো যেকোনো সময় বিপদে পড়তেই পারেন। আর এখন যা ট্রেন্ড

তাতে দল হাত ধুয়ে ফেলতে ব্যস্ত। ফলে পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির জোর তৎপরতার পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নানারকম ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে মাঝেমধ্যেই বঙ্গ রাজনীতির পটভূমিকায় নতুন নতুন জল্পনার ইন্ধন জোগাচ্ছে। তাঁরা যখন বিভিন্ন সভা সহ সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা-নেত্রীদের নাম ধরে ধরে কিংবা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে কোনও মন্তব্য করছেন তারপর থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনীতি তোলপাড় হয়ে উঠছে।পরপর দুর্নীতি কাণ্ডে তিতিবিরক্ত রাজ্যের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিরোধীদের তর্জনগর্জনের মুখে পড়ে এধরনের সুবিধাবাদী-ভোগী তৃণমূলীরা এখন বেশ খানিকটা বেকায়দা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুতলা থেকে ওপরতলার অনেক দাপুটে প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের নামেও পাড়ায় পাড়ায় গুঞ্জন উঠছে।দুর্নীতি কাণ্ডে হেভিওয়েট' তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য প্রমুখের গ্রেপ্তারে আগেই দেশজুড়ে শোরগোল পড়েছিল। সিবিআই-ইডি'র রাডারে এবার আর কোন কোন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা-কর্মী, বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধি রয়েছেন? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিদের জালে আর কোন কোন রাঘব বোয়াল উঠতে চলেছে? দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে আদৌ কোনও ইতিবাচক দিক মিলবে নাকি শুধুই আইওয়াশ? এমনই সব প্রশ্ন বাংলার আনাচকানাচের আসরে আড্ডায় ঘুরছে।সাধারণ মানুষের কথায়, তৃণমূল কংগ্রেসে 'গুছিয়ে নেওয়া', 'কামিয়ে নেওয়া' নেতা-কর্মীদের ভিড় সর্বত্র। দীর্ঘদিন ধরেই এই ভিড় চোখে পড়লেও দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোভাবে তা আটকাতে পারেননি।অবশ্য বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস সহ বিরোধীদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী রাজনীতির স্বার্থেই যাবতীয় দুর্নীতি, বেনিয়ম আড়াল করে গিয়েছেন। এভাবে পরপর দুর্নীতি, আর্থিক বেনিয়মের ঘটনায় বেসামাল পরিস্থিতির শিকার তৃণমূল কংগ্রেস। দোল পূর্ণিমায় চাঁদের আলোয় যখন বঙ্গদেশের আকাশ ঝলমল করে উঠেছিল ঠিক

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 21, 11 March - 17 March, 2023

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগুড়িতেই দর্শনার্থীরা দর্শন করতে পারবেন পশুপতিনাথ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে হলে সুদূর নেপালে যেতে হবে না। এখন থেকে শিলিগুড়িতেই পশুপতিনাথ মন্দিরের দর্শন করা যাবে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে নেপালের পশুপতি নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছে মন্দির। নেপাল মধ্যপ্রদেশের পর শিলিগুড়িতে তৈরি হয়েছে পশুপতিনাথ মন্দির। সাতকাঠা জমির উপর এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, মন্দির নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা।

মহা শিবরাত্রির দিন কলস যাত্রার মাধ্যমে এই মন্দির উদ্বোধন হয়। পরবর্তী সাতদিন ধরে মহা শিব পুরাণ পাঠের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত নেপালের বাগমতি নদীর তীরে অবস্থিত রয়েছে পশুপতিনাথ মন্দির, অনুরূপভাবে শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর ধারে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। শিবলিঙ্গটি পঞ্চমুখী। উল্লেখ্য শিবলিঙ্গটি আনা হয়েছে রাজস্থান থেকে। প্রথম দিন থেকে মন্দিরে দর্শনার্থীদের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মন্দির কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে শিলিগুড়িতে এখন থেকে দর্শনার্থীরা পশুপতিনাথ মন্দির দর্শন করতে পারবেন। উল্লেখ্য মহা শিবরাত্রির

দিন মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে ১০৮ টি কলসযাত্রা নিয়ে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়েছিল।

বিরল প্রজাতির তক্ষক ও হরিণের শিং উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বনদপ্তরের তৎপরতায় চিনে বাজারের আগেই উদ্ধার করা হল হরিণের শিং ও বিরল প্রজাতির তক্ষক। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই শিলিগুড়ির নৌকাঘাট এলাকায় একটি বাস থেকে সন্দেহজনক তিনজনকে দেখে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালানোর পরে তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় হরিণের শিং ও বিরল প্রজাতির তক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার করার পরই তাদেরকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

লেলিনের মূর্তি ভাঙা, শাস্তির দাবি সিপিআইএমএলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির অদূরে নকশালবাড়িতে শহিদ বেদী যথেষ্ট ঐতিহ্যপূর্ণ। এই শহিদ বেদীতে রয়েছে লেনিনের মূর্তি, তবে লেনিনের আবক্ষ মূর্তিটি ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় এলাকায়। বুধবার সকালে বিষয়টি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা, ঘটনা জানাজানি হলে আশেপাশ থেকে প্রচুর মানুষ এসে ভিড় জমান। এরপর খবর যায় পুলিশের কাছে, খবর পাওয়ার পর স্থানীয় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল

পরিদর্শনে আসেন। এরপর আসে বামের শীর্ষ নেতৃত্ব। সিপিআইএমএল তরফ থেকে এই ঘটনার দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। তবে লেনিনের আশেপাশে মূর্তিগুলোর কোনো কিছু ক্ষতি হয়নি, সেগুলি অক্ষত রয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০২৩

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর–স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

কাজের খবর

কলকাতায় জিও ইফোকমে চাকরি

কিছু হোম সেলস অফিসার নেবে রিলায়েন্স জিও ইনফোকম লিমিটেড। নিয়োগ হবে কলকাতার বিভিন্ন জিও পয়েন্টে। দেশ জুড়ে বিস্তৃত জিও পয়েন্ট নেট ওয়ার্ক সেলস ও সার্ভিস সেন্টার হিসবে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগ হবে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়নি। তবে প্রাচীন পেশাদারী যোগ্যতাগুলি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভোগ্যপণ্য বিপণনের অভিজ্ঞতা ও পরিষেবা প্রসারের কাজ জানা থাকতে হবে। আগ্রহীরা এখনই আবেদন করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https//careers.jio.com 'লোকেশন'–এর ঘরে 'কলকাতা' লিখবেন : ওয়েবসাইটে পদ বিষয়ক খুঁটিনাটি তথ্যের সঙ্গে আবেদনের উইণ্ডো রয়েছে।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নাম পরিবর্তন

ইংরাজী২৭/১২/২০২২ তারিখ থেকে মহামান্য 1st Class Judicial Magistrate এফিডেফিট বলে Sk Rasidul S/o Sk Raup থেকে Sk Rasidul S/o Sk Rauf নামে পরিচিত হলাম।

ভারতীয় বায়ুসেনাতে অগ্নিবীর বায়ু

অগ্নিপথ স্কিমের অধীনে বেশ কিছু অগ্নিবীর বায়ু নিয়োগ করবে ভারতীয় বায়ুসেনা। ট্রেনিং দিয়ে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ০২/২০২৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। প্রার্থীকে অবশ্যই ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি, ইংরেজিতেও ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। অথবা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা অটোমোবাইল বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ডিপ্লোমা। অথবা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ২ বছরের ভোকেশনাল কোর্স পাশ। ফিসিক্স বা ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে।

অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ২ বছরের ভোকেশনাল কোর্স পাশ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।

উচ্চমাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা স্তরে ইংরেজি না থাকলে মাধ্যমিক বা সমতুল স্তরে ইংরেজিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

জন্মতারিখ : ২৬–১২–২০০২ থেকে ২৬–৬–২০০৬–এর মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫২.৫ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। এলাকার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৪৭ সেমি। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। দৃষ্টিশক্তি। উভয় চোখে ৬/১২, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। হাইপারমেট্রেপিয়া থাকলে +২.০ ডি, মায়োপিয়া থাকলে ১ডি (অস্টিপম্যাটিজম সহ +০.৫০ ডি) পর্যন্ত আবেদনের যোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সি পি–টু মানের হতে হবে।

বেতন : প্রথম বছরে প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে প্রতি মাসে ৩৩.০০০ টাকা, তৃতীয় বছরে প্রতি মাসে ৩৬,৫০০ টাকা এবং চতুর্থ বছরে প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।

চার বছরের মেয়াদ শেষে বায়ুসেনার শর্তানুসারে চাকরির সুযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাচের ২৫ শতাংশ অগ্নিবীর বায়ুসেনার স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে সারাক্ষণ পারেন। চার বছরের শেষে আর্থিক বিশেষ সেবা নিধি প্যাকেজ দেওয়া হবে। তবে কোনও পেনশন, গ্র্যাচুইটি বা প্রাক্তন সমরকর্মীর প্রাপ্য সুযোগসুবিধা তারা পাবেন না।

প্রাথমিক ভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা শুরু হবে ২০ মে থেকে। এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নথিপত্র যাচাইয়ের পর দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারপর হবে দুপর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট। সবশেষে থাকবে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

বিজ্ঞান শাখার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অনলাইন টেস্ট প্রশ্ন হবে ইংরেজি, ফিসিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘন্টা। অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে ইংরেজি, রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে। সময়সীমা ৪৫ মিনিট। পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে (মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮ মিনিটে) ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি স্কোয়াট (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫টি), ১০টি সিট–আপ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০টি পুশ–আপ।

নথিপত্র যাচাইয়ের সময় সঙ্গে নেবেন

ফেজ–২ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের রঙিন প্রিন্ট আউট। অনলাইন সাবমিট করা রেজিস্ট্রেশন ফর্মের এক কপি রঙিন প্রিন্ট আউন। ৮ কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো। মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট ও তার ৪ কপি স্বপ্রত্যায়িত নকল। শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র ও তার ৪ কপি স্বপ্রত্যায়িত নকল। ফেজ–১ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড। এন সি সি 'এ' বা 'বি' বা 'সি' সার্টিফিকেট (থাকলে) ও তার ৪ কপি স্বপ্রত্যায়িত নকল।

অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://agnipathvayu.cdac.in প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। দরখাস্তের সময় স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে এই সব নথি : ১) মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র, ৩) প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে) ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে, ২০২৩–এর জানুয়ারি মাসের আগে তোলা ফটো চলবে না। ৪) বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে এবং ৫) সই (১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে)।যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করে 'সাবমিট' করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়া হবে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

আবেদনের পদ্ধতিসহ অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

জিপমারে চাকরি

জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, অ্যানেস্থিশিয়া টেকনিশিয়ান সহ বিভিন্ন পদে ৫৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে পুদুচেরির জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (জিপমার)। নিয়োগ করাহবে গ্রুপ 'বি' ও 'সি' ক্যাটেগরিতে।

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট কোড ১৩২০২৩ : (মেডিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার : ৬টি (সাধারণ ৫, ও বি সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেডিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ডে স্পেশালাইজেশন সহ সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নানকোত্তর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মদ্যে হতে হবে। শুরুতে বেতন ৩৫,৪০০ টাকা।

পোস্ট কোনড ১৫২০২৩ : এক্স রে টেকনিশিয়ান (রেডিওথেরাপি) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : রেডিয়েশন টেকনোলজি বা রেডিওথেরাপিতে বি এসসি। সেই সঙ্গে অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটারি বোর্ডের (এ ই আর বি)। ই লাইসেন্সিং অব রেডিয়েশন অ্যাপ্লিকেশন (ই–লোরা) রেজিস্ট্রেশন সহ কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। শুরুতে বেতন : ৩৫,৪০০ টাকা।

পোস্ট কোড ১৯২০২৩ : জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৩২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ৯, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য, ৯টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে ৩০টি টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। শুরুতে বেতন : ১৯,৯০০ টাকা।

পোস্ট কোড : ২২২০২৩ ফার্মাসিস্ট : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ২) । শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফার্মাসিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে ফার্মাসিস্ট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স : ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। শুরুতে বেতন : ২৯,২০০ টাকা।

পোস্ট কোড : ২৪২০২৩ : স্টেনোগ্রাফার গ্রেড টু : ৩টি (সাধারণ ২, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকতে হবে। ১০ মিনিট ধরে নেওয়া ডিক্টেশন কম্পিউটারে ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে টাইপ করতে হবে। বয়স : ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। শুরুতে বেতন : ২৫,৫০০ টাকা।

১৮–৩–২০২৩ তারিখে প্রার্থীর নির্দিষ্ট বয়স হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবাইটের মাধ্যমেwww.jipmare.edu.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ।

গ্যাস টার্বাইনে ১৫০ অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি

১৫০ জন অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি নেবে গ্যাস টার্বাইন রিসার্চ এস্টাবলিশমেন্ট। এটি কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি আর ডি ও)এর অধীনস্থ একটি সংস্থা। টেকনিক্যাল (ইঞ্জিনিয়ারিং) শাখায় এবং জেনারেল (নন ইঞ্জিনিয়ারিং) শাখায় প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : GTRE/HRD/026/2023–24.

টেকনিক্যাল স্ট্রিম (ইঞ্জিনিয়ারিং) : গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি। ৭৫টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনি : ২০টি (আই টি আই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং : ২৫টি)।

জেনারেল স্ট্রিম (নন ইঞ্জিনিয়ারিং) : বিকম : ১০টি। বিএসসি (কেমিস্ট্রি/ফিজিক্স/ম্যাথ মেটিক্স/ইলেক্ট্রনিক্স/কম্পিউটার) : ৫টি : বিএ : ৫টি। বিসিএ : ৫টি।

বয়স : ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বিসিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.drdo.gov.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ।

বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স

সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির।

কোর্সটি এআইসিটিই (অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন) কর্তৃক অনুমোদিত। শুধু ছেলেরাই আবেদন করবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা (শিল্পমন্দির অ্যাডমিশন টেস্ট) এবং জেক্সপো পরীক্ষায় প্রাপ্ত র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে।

শাখা অনুসারে আসনসংখ্যার বিন্যাস : সিভিল ৬০টি, মেকানিক্যাল ৬০টি, ইলেক্ট্রিক্যাল ৪০টি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলি–কমিউনিকেশন ৬০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক : সেই সঙ্গে অঙ্ক ও ফিজিক্যাল সায়েন্সে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি, জেক্সপো পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। বয়স : ১–৭–২০২৩ তারিখে ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থীর স্বাভাবিক রং চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে। রং চেনার ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : https://behrsat.org/colourtest.pdf

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে মাধ্যমে : www.shilpamandira.org রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.shilpamandira.org, https://belursat.org প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২৬৫৪ ৯৩৮১।

শব্দবার্তা ২৩৯

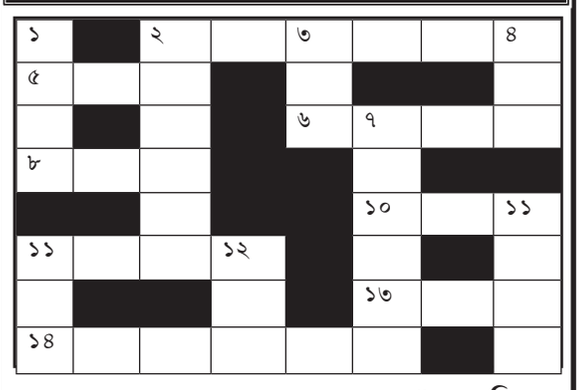

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। সমাজবিজ্ঞানে পণ্ডিত ৫। দেবযোনি বিশেষ ৬। পদ্ম, কমল ৮। গালি গালাজ ৯। সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম ১১। অধীন, বশীভূত ১৩। রুজু ১৪। জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ।

উপর–নীচ

১। নাগদের বাসভূমি পাতাল ২। ঈশ্বর, ভগবান ৪। খুব উপভোগ্য ৪। ভয়ংকর ৭। কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চি ১০। কলহপ্রিয়া ১১। পুবের বিপরীত ১২। বেতন।

সমাধান : ২৩৮

পাশাপাশি : ১। অত্বর ৩। জবার ৫। সারাসন ৬। লজ ৭। পদানত ৯। শোহরত ১২। খাট ১৩। খানেজাদ ১৪। কালাতিপাত ১৫। মলম।

উপরনীচ : ১। অভিরূপ ২। রসায়ন ৩। জন ৪। বরজ ৬। লহর ৮। দাপট ১০। হরদম ১১। তপোবন ১২। খাদক ১৩। খাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কয়লা পাচার রুখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার নলহাটি ঝাড়খন্ড সীমান্তের নাচপাহাড়ি গ্রামের কাছে নাকা চেকিংর সময় একটি ট্রাক্টর আটক করে নলহাটি থানার পুলিশ । চালকের কথার অসংগতি থাকায় ট্রাক্টরটিকে ভালো করে তল্লাশি চালিয়ে ইটের তলায় দেখা মেলে অবৈধ কয়লা। ট্রাক্টর চালককে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেলাশাসকের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

নিজস্বপ্রতিনিধি: সাইথিয়া ব্লকের দেরিয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েতের একাধিক অভিযোগে ৩ মার্চ জেলাশাসকের দ্বারস্থ হল বাগডোলা গ্রামের বাসিন্দারা। বিডিওকে আগে জানানো হলেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে দাবি। গ্রামবাসী তৃণমূল সমর্থক পূর্ণচন্দ্র দাস বলেন, দেরিয়াপুর পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক নরেশ টিব্রেওয়াল দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। ওনাকে এখান থেকে সরাতে হবে। অন্যজনের কাগজপত্র নিয়ে ঠিকাদারি করে। পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রঞ্জিত মির্ধা, জিআরএস এবং নির্মাণ সহায়ক – এই ৩জন মিলে পঞ্চায়েতটাকে পুরো শেষ করে দিল। পানীয় জল নিয়ে সমস্যা আছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার মহিলা পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দোসরা মার্চ গভীররাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে চিনপাই গ্রামের কাছে ৬০ নং জাতীয় সড়কে বক্রেশ্বর ব্রিজে ব্রাউন সুগার সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে সদাইপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল লালমোহনপুর গ্রামের শেখ ইসমাইল এবং মহম্মদবাজার ব্লকের শোতশাল গ্রামের শেখ সাইরুল। ধৃতদের কাছ থেকে তিনশো গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। ৩ মার্চ সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ছুরি, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি রামমন্দিরের পাশে শনি মন্দিরের সামনে ৪ মার্চ রাত প্রায় ৮টা ৫০ মিনিটে প্রকাশ্যে এক মহিলাকে পেটে একটি ধারালো ছুরি মারার অভিযোগ উঠে স্বামীর বিরুদ্ধে । জখম মহিলার নাম শাকিলা খাতুন, বাড়ি পাইকর থানার অন্তর্গত বোরোলি গ্রামে। ২ মাস আগে শাকিলার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার মোহিতকুমার বর্মার সঙ্গে। তাদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তির চলতো হামেশাই। সেইজন্য সাকিলা গ্রামের বাড়িতে চলে আসে কিছুদিন আগে। এরপর তার স্বামী মীমাংসা করে শাকিলাকে পুনরায় কলকাতা নিয়ে যায়। কলকাতাতেও তাদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। ৪ মার্চ শাকিলা তার বাবার বাড়ি আসার জন্য ট্রেনে করে নলহাটি স্টেশনে নামে। স্বামী মোহিতকুমার বর্মা নলহাটি চলে আসে ধাওয়া করে। নলহাটি রামমন্দির প্রাঙ্গণে একটি হোটেলে খাবার জন্য ঢুকে ছুরি মারে পেটে শাকিলাকে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে শাকিলা। নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জখম শাকিলা রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নলহাটি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দিনে দুপুরে ছিনতাই বারাসতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের সরোজিন পল্লিতে ভর দুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। সিসি টিভি ফুটেজে ধরা পড়ল সেই ঘটনা। ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করে। বেশ কিছুটা যাবার পর রাস্তা ফাঁকা পেয়ে তার হাতের ব্যাগটা ছিনতাই করে পালায়। সেই ব্যাগে বেশ কিছু টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিল বলে মহিলা জানান। ছিনতাই করার আগে ছিনতাইকারী এক কাজের মহিলার সাথে কথা বলে বলেও সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়। মহিলার দুই মেয়ে পূজা বসাক ও প্রিয়া বসাক সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে এসে বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পূজা ও প্রিয়া উভয়েই জানানা তাদের মায়ের নাম প্রতিমা বসাক। ওই ব্যাগের মধ্যে প্রায় দেশ হাজার টাকা ও একটি দামি মোবাইল ফোন ছিল। তবে এর আগে এই পাড়ায় এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি। ফলে এলাকায় এখন একটা নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বারাসত থানার পক্ষ থেকে ঘটনাটির তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের জন্য প্রাণে বাঁচলেন তরুণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুলিশের কর্মযজ্ঞ ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে প্রশংসিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত কলকাতা পুলিশ বিভিন্ন ঘটনা এবং কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে নিজেদের কে তুলে ধরেছে। এবার কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের এক সিভিক ভলেন্টিয়ার নারী দিবসের প্রাক্কালে গঙ্গাবক্ষে ডুবে যাওয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচালেন এক তরুণীকে। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে বেলুড়মঠের উল্টোদিকের কাশীপুর শ্মশান ঘাট সংলগ্ন রতনবাবুর ঘাট এলাকার গঙ্গাবক্ষে। বছর ২৩ বয়সের কাজল দাস নামে ওই তরুণী বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে,মঙ্গলবার ছিল হোলি উৎসব। উৎসবে যাতে করে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এবং দুর্ঘটনা না ঘটে সেই কারণেই গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে অতন্দ্র প্রহরায় ছিলেন কলকাতা পুলিশ টিম। তেমনভাবে কলকাতার রতনবাবুর ঘাটে কর্তব্যরত ছিলেন কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কনষ্টেবল সুভাষ দেবনাথ

ও সিভিক ভলেন্টিয়ার যুধিষ্টির বলদে। কোনোরকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক ছিল। মঙ্গলবার বিকাল। ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় সাড়ে তিনটের ঘরে। গঙ্গায় তখন ভাটা চলছে। আচমকা গঙ্গাবক্ষে কিছু একটা ভাসতে দেখা যায়। নজর এড়ায়নি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সিভিক ভলেন্টিয়ার যুধিষ্টির বলদে ও কনষ্টেবল সুভাষ দেবনাথদের। তিনি কোনো কিছুই না ভেবে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েন সিভিক ভলেন্টিয়ার যুধিষ্টির বলদে। প্রায় কুড়ি মিটার সাঁতার কেটে হাজির হন গঙ্গাবক্ষে ভাসতে থাকা তরুণীর কাছে। সেই মুহূর্তে তরুণীকে উদ্ধার করে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে কোনোরকমে ওই তরুণীর কাছে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে গঙ্গার পাড়ে উঠে আসেন।

দুলক্ষ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় নার্সিংহোম মালিককে মার

অভিযুক্ত পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বজবজ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমানের কাউন্সিলার লুৎফার হোসেন। বজবজের এক নার্সিং হোমের মালিক সেখ সইদুল আলীকে একটি আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। ঐ মালিক অভিযোগ করেন, তার কাছে দু লক্ষ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি তা দেননি। সেই কারণেই নাকি ফেরার পথে লুৎফার হোসেন ও তার ভাই তাকে মারধর করে। তিনি বজবজ থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করেন। কিন্তু পুলিশ সেভাবে কোনো দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ায় তিনি ডায়মন্ড হারবার

বজবজ

পুলিশ জেলার এস পি ধৃতিমান সরকারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, যেখানে ঘটনা ঘটেছিল সেখানকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কাউন্সিলার লুৎফার হোসেন বলেন, দেখুন সবটাই মনগড়া। নার্সিংহোমের মালিককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এটা ঠিক তবে ওনার কাছ থেকে দু টাকাও চাওয়া হয়নি। উনি রক্তদান শিবিরে না আসায় আমার ভাইয়ের সঙ্গে বচসা হয়। আমি দুজনকে ছাড়িয়ে দিই। ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ওর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার চিন্তা ভাবনা করছি। তবে সেখ সইদুল আলী জানিয়েছেন তিনি এবং পরিবার আতঙ্কে আছেন।

মজুত বোমায় ধূলিসাৎ তৃণমূল নেতার শৌচাগার, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভেড়ামেরি গ্রামে বিস্ফোরণে ৪ মার্চ বিকালে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পাড়ুই থানার পুলিশ। ধৃতরা হল সালান গ্রামের আজাহারউদ্দিন শেখ এবং ভেড়ামেরি গ্রামের আজিজুল মোল্লা। রবিবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ৪ মার্চ দেবগ্রাম ক্যানেল মোড়ে হাফিজুল মোল্লার ভাই শেখ ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করে পাড়ুই থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপগান এক রাউন্ড কার্তুজ। রবিবার ভেড়িমেরি গ্রামের পুকুরপাড় থেকে এক জার বোমা উদ্ধার করে পাড়ুই থানার পুলিশ। গত ৩ মার্চ সন্ধ্যায় ভেড়ামেরি গ্রামে মজুত করা বোমায় তৃণমূল বুথ সভাপতি

হাফিজুল মোল্লার পাকা বাড়ির শৌচাগার বিস্ফোরণে উড়ে যায়, জখম হয় দুইজন। হাঁস, ছাগল, মুরগি মারা যায় । ঘটনাস্থলে যায় পাড়ুই থানার পুলিশ। সাত্তোর অঞ্চল কমিটি তৃণমূল সদস্য হাফিজুল এবং মা রোসেনা বিবি সাত্তোর গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। সিপিএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, জনগণের প্রতি তৃণমূলের কোনো আস্থা নেই। জনগণ তৃনমূলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হচ্ছে। যেকোনো জায়গায় সন্ত্রাস ছাড়া ভোট হলে জনগণের রায় ওদের বিরুদ্ধে যাবে সেটা ওরা জানে। তাই সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করতে চাইছে। তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখার্জী বলেন, দলগতভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে। কেউ বোমা বারুদ নিয়ে কাজ কারবার করে তারসঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

রাস্তার ওপরেও চলছে প্রোমোটারি দৌরাত্ম

সুব্রত মণ্ডল, নরেন্দ্রপুর : ভিভেক রাজপুর সোনারপুর পুরসভার নাগরিকদের দুর্ভোগ দিন দিন মাত্রা ছাড়াচ্ছে। একে তো অনেক রাস্তা খারাপ তার উপর দখল হয়ে আছে প্রোমোটারের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে। আবার রাস্তার ধারে ধারে রিকশা, চারচাকা, লরি, টোটো সবজির ভ্যান। সেজন্যই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা চলা খুবই দুস্কর। সে কারণে অনেক সময় বাধ্য হয়ে রাস্তার মাঝে দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে হাটতে হয়।

স্থানীয় মানুষের থেকে জানা গেল রাজনৈতিক কিছু দাদাদের মদতে প্রোমোটার প্রায় রাস্তা বন্ধ করে রাখছে পাথর, বালি, বাইকে। ফলে মানুষকে যেতে হচ্ছে ঘুর পথে অন্য রাস্তা দিয়ে। প্রশাসনের লোকজন এসব দেখেও উদাসীন। আদালতের নির্দেশ আছে বিভিন্নভাবে জনগণের জায়গা আটকে রেখে কোনো রকম অসুবিধা কেউ করতে পারে না। তবুও থোড়াই কেয়ার করে চলছে প্রোমোটাররাজ।

জাতীয় কর্মসূচিতে সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : সাপের কামড়ে আর একটিও মৃত্যু নয়।সাপ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও এমন কর্মসূচি বিগত প্রায় ৩৫ বছর যাব প্রচার চালিয়ে আসছে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা। সমাজের মঙ্গল কামনায় দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একাধিক সংস্থা,বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। পর্যায়ক্রমে এমন কর্মসুচি সারা রাজ্য সহ সমগ্র দেশে সফলতার সঙ্গে পালন করে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছে সংস্থা। ফলস্বরুপ চলতি বছর সাপের কামড়ে মৃত্যু বিষয়টি জাতীয় কর্মসূচি'র অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। বিগত দিনের ন্যায় সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় নগণ্য বলা যায়। পাশাপাশি সমাজে সচেতনতা বাড়ায় সাপ মেরে ফেলার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। হ্রাস পেয়েছে ওঝা গুণীনদের দাপট। তবে সমস্ত কিছুই হ্রাস পেলে খুশি নয় যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা। সংস্থার দাবি সাপের কামড়ে মৃত্যু সংখ্যা ০' তে নামিয়ে আনার প্রয়াস চলছে। যার ফলে সংস্থার উদ্যোগে এবং বিজ্ঞান সংস্থার তত্ত্বাবধানে আগামী ১৭-১৯ মার্চ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ক্যানিংয়ে। উপস্থিত থাকবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য প্রতিনিধি সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের একদল প্রতিনিধি।

অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন,সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু কখনই কাম্য নয়। এমনকী মানুষের হাতে সাপের মৃত্যুও কাম্য নয়। দুটি ঘটনাই বেদনাদায়ক। এমন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে সচেতনতার প্রচার চালিয়ে আসছি। সচেতনতার অগ্রগতি হয়েছে অনেকাংশ। আগামীতে যাতে করে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ০' তে নামিয়ে আনা যায় সেই প্রচেষ্টাই শুরু হবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বড়িষা হাসপাতালে দুই ডাক্তারের ঝগড়ায় রুগীদের হয়রানি

(বিশেষ সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বড়িশাস্য বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বিরেন রায় এ্যানেস্কার হাসপাতালে দুই ডাক্তারের মনকষাকষিতে রুগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

জনৈক রুগীর অভিযোগে প্রকাশ– ডাঃ বি. এন ঘোষাল হলেন এই হাসপাতালের এমন একজন অভিজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যে সব রুগী ডাঃ ঘোষালের চিকিৎসাধীনে আছেন বা চিকিৎসা করাতে আগ্রহী তাঁরা ডাঃ ঘোষালের নির্দিষ্ট দিনে দূর দূর থেকে অসেন, কিন্তু হাসপাতালের বর্তমান সর্বময় কর্ত্রী ডাঃ মিস ছায়া ভট্টাচার্য রুগীদের সে ইচ্ছা থেকে বঞ্চিত করার সকল রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ডাঃ ঘোষাল যাতে রুগী চিকিৎসা করতে না পারে তারজন্য Female Attendants কখনই যথা সময়ে হাজির থাকেন না। ফলে দূরাগত রুগীরা হয় বিরক্ত হয়ে ফিরে যান নয়তো বাধ্য হয়ে ডাঃ মিস চট্টোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন।

এই তথ্য নিয়ে জনৈক ব্যক্তি হাসপাতাল সম্পাদকের নিকট দেখা করলে সম্পাদক মহাশয় নাকি যথেষ্ট বিরক্ত প্রকাশ করেন এবং ডাঃ ঘোষালের প্রতি নানাভাবে কটাক্ষ করেন এবং ভদ্রলোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন। বর্তমান হাসপাতাল অভ্যন্তরে ডাক্তারে ডাক্তারে অথবা কর্তৃপক্ষে ডাক্তারে বিরোধ চলার ফলে রুগীদের যেভাবে হয়রান হতে হচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ডাঃ ঘোষালের সম্বন্ধে যদি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তবে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করে রুগীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? আমরা যতদূর খবর নিয়ে জেনেছি রুগীরা ডাঃ ঘোষালের চিকিৎসাধীনে থাকতে শুধু আগ্রহী নন এতৎ অঞ্চলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলতে একমাত্র ডাঃ ঘোষালই আছেন। হাসপাতালে এই অশান্তিকর পরিস্থিতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৩, ১লা চৈত্র, ১৩৭৯, বৃহস্পতিবার

দিদির সুরক্ষা কবচ দুয়ারে পৌঁছে দিতে চাই : বঙ্কিম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপস্থিতিতে সাগর ব্লকের অন্তর্গত ধসপারা সমতিনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দিদির সুরক্ষা কবজ সময়সূচি। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, ধসপাড়া সমতিনগর ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহিতোষ দাস, জিবিডিএ'র ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র এবং দশ পাড়ার সমতিনগর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শোভা মাইতি এবং উপপ্রধান কৌশিক পাল এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন গুণীজন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। এই কর্মসূচি গোটা ১০ করার সমতিনগর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় ধসপাড়া আদি মাকালী মন্দির থেকে মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার পর্যন্ত। কর্মসূচি চলাকালীন মন্ত্রী এবং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে তাদের সুবিধা ও অসুবিধা জানার জন্য গিয়েছিলেন।

গঙ্গা পরিষ্কার নিয়ে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সাগর ব্লকে WB-SPMG এর পক্ষ থেকে গঙ্গা পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার এক সচেতনমূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়। এই প্রচারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন সাগর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুদীপ্ত মণ্ডল। এই প্রচার ই-রিক্সা মাধ্যমে সারা সাগরদ্বীপ জুড়ে ঘুরে ঘুরে করা হয়। জাগ্রত নাগরিক এই প্রচারের মাধ্যমে সচেতন হোক এটাই সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্দেশ্য। সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, সাগরবাসীর কাছে আমাদের অনুরোধ গঙ্গা পরিষ্কারের পাশাপাশি নিজেদের এলাকাকেও পরিষ্কার রাখুন।

চলন্ত স্কুটিতে আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার সকালে সিউড়ি থেকে মহম্মদবাজার যাওয়ার জাতীয় সড়কে একটি জ্বলন্ত স্কুটিতে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরে যাওয়ার পর ওই স্কুটিটি মাঝরাস্তাতে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয় নি। পরে ঘটনাস্থলে সিউড়ি থানার পুলিশ এসে পৌঁছায়।

শ্বাসনলি থেকে বের করা হল আস্ত সেফটিপিন, সাফল্য ডাঃহাঃ মেডিকেলের

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: বিরল অস্ত্রোপচারে বড়সড় সাফল্য পেল ডায়মন্ড হারবার গভ: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। বৃদ্ধার শ্বাসনালীতে আটকে থাকা সেফটি পিন সফলভাবে অস্ত্রোপচার করে বের করলেন চিকিৎসকেরা। জানা যায়, ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের কুলেশ্বর গ্রামের বাসিন্দা সাজিদা বিবি (৬৫) জিলিপি খেতে গিয়ে গলায় সেফটিপিন আটকে যায়। তাকে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে গলার এক্সরে করার পরেই দেখা যায় তার শ্বাসনালীতে একটি সেফটিপিন আটকে রয়েছে। যা অস্ত্রোপচার করেই বের করতে হবে। এর পরেই ডায়মন্ডহারবার সুপার

স্পেশালিটি হাসপাতালের ই এন টি বিভাগের চিকিৎসক ডা: পারমিতা রায়ের তত্ত্বাবধানে সাজিদা বিবির শ্বাসনালীতে আটকে থাকা সেফটিপিন অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়। সফল অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন সাজিদা বিবি। অবশ্য এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়ন্ত সুকুল বলেন, ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই এ ধরনের বিরল অস্ত্রোপচার করা হয়। এবারেও সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে সাজিদা বিবির। অন্যদিকে সাজিদা বিবির পরিবারের লোকজন জানায়, ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় সফল অস্ত্রপচারের ফলেই নতুনভাবে প্রাণ ফিরে পায় সাজিদা বিবি। চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানান তারা।

দোলযাত্রায় বাওয়ালীর গুপ্ত বৃন্দাবনে ভক্তদের রেকর্ড সংখ্যক ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবনে গত ৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে দোলযাত্রা উৎসব। গত ৭ মার্চ সকালে হাজার হাজার মানুষ বাওয়ালী এলাকার নানা স্থান পরিক্রমা করে। ঢাক ঢোল পরিনাম সংকীর্তনের সঙ্গে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। পৌরাণিক নানা ঘটনা জীবন্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ খিচুড়ি ভোগ গ্রহণ করেন। এতটাই ভিড় হয়েছিল যে বিভিন্ন রাস্তায় যানযট হয়ে যায়। বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই বলেন, আমরা অবাক হয়ে গেছি মানুষের উপস্থিতি দেখে। তৃতীয় বছরে যে অভিজ্ঞতা হল তা খতিয়ে দেখে আগামী বছরে আরো বৃহত্তর ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবনের দোল যাত্রায় বহু মানুষ ভিন জেলা থেকে আসছেন। নতুন করে মণ্ডল জমিদারদের ৩০০ বছরের প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলি সংস্কার করে বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটি প্রাচীন গুপ্ত বৃন্দাবনকে নতুন রূপে সাজিয়ে তুলছে। আগামী বছর স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরকেও দোলযাত্রাকে নির্বিঘ্নে করার জন্য তৎপর হতে হবে বলে অনেকে দাবি করছেন। দোলযাত্রা চলবে আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০২৩

পাওনা গণ্ডা

কংগ্রেসী অপশাসনের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে বেশ কিছু বছর ঘটা করে পালিত হতো শ্রম দিবস। সেই সময় শ্রমজীবী মানুষের পাওনা গণ্ডা নিয়ে আন্দোলনের বন্যা বয়ে গেছে কলকাতার রাজপথ দিয়ে। আন্দোলনের জেরে বেশ কিছু শিল্প কারখানায় তালা ঝুললেও আজও এই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো না শ্রমের অধিকার ন্যায্য পাওনার দাবি। আশাহত মানুষ শেষ পর্যন্ত যখন বামফ্রন্ট সরকারের জগদ্দল পাথরটাকে সরাতে পারল তখন পরিবর্তনের আতিশয্যে ভেসে গিয়েছিল বাংলার মানুষ। ভেবেছিল এবার বুঝি সেই দিন আসতে চলেছে যেদিন খেটে খাওয়া বাঙালির শ্রম ও পাওনা গণ্ডা এবার মিলতে চলেছে।

আজ বাঙালি সর্বকালের সেরা হতাশায় ডুবে গিয়েছে। শ্রমের অধিকার চেয়ে শিক্ষিত যোগ্য যুবক যুবতী প্রতিদিন রাস্তায় মাথা কুটছে, পাওনা গণ্ডার দাবিতে খোদ সরকারি কর্মীরাই অনশনে বসেছে শহিদ মিনারের তলায়। আর যারা অর্থের বিনিময়ে চাকরি পাচার ও পাওনা গণ্ডা চুরি করলো তারা কেউ জেলে, কেউ বেলে। যারা এখনো তদন্তকারীদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলছে তারাও মুখোশ পরে নিজেদের বাঁচাতে ব্যস্ত। শ্রমের অধিকার দূরে থাক এখন বাংলা জুড়ে শুধুই নিংরে নেওয়ার দাপাদাপি। সরকারি বেসরকারি সর্বক্ষেত্রে নিম্ন বেতনে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রতারণা। প্রতিবাদের উপায় নেই কোপ পড়বে কাজের সুযোগে। এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের হাল কেমন তা বুঝিয়ে দেয় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। তাদের পাওনা কাজ তারা এ রাজ্যে পায় না। পেলেও উপযুক্ত মজুরির অভাব। এই রাজ্যে কর্ম সংস্থানের কঙ্কাল সার চিত্র ঢাকা দিতে প্রকল্পের অভাব নেই। সবাইকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিয়ে কোনরকমে ভোট পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন শাসক দলের রাজনৈতিক নেতারা। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে আর সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মানুষের শ্রম এবং পাওনা গণ্ডায়। কোপ বসাতে দ্বিধা করছেন না ক্ষমতাশালীরা। এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গ একটি অর্ধ শিক্ষিত খেটে খাওয়া নিম্ন মজুরির হাবে পরিণত হবে।

এমন পরিস্থিতি বদলাতে যারা আজ পথে নেমেছেন তাদের পাশে সাধারণ মানুষ না দাঁড়ালে এ রাজ্যে পাওনা গণ্ডার দাবি কোনো দিনই মেটার নয়। বরং কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং বিচারকদের একের পর এক ধাক্কায় ক্ষিপ্ত রাজনীতিকরা আরও ক্ষুরধার আক্রমণ সানাতে কসুর করবেন না। তাকে রোখাই এখন সবচেয়ে বড়ো কাজ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

রামচন্দ্র বললেন– জগতের রূপ অতি মনোরম হলেও বিচারদৃষ্টিতে তা আদৌ রমনীয় নয়। এই জগতে এমন কিছুই নেই, যার প্রাপ্তিতে চিত্তের বিভ্রান্তি লাভ হয়। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, সবই সন্তাপদায়ী। জীবনের দেহতরী উত্তাল সংসার–সাগরে নিয়ত আন্দোলিত, ইন্দ্রিয়–তিমি দ্বারা আক্রান্ত, মন–মর্কট দ্বারা উপদ্রুত। তাই আনন্দাভিলাষ অপূর্ণই থাকে। যাঁরা দুঃখে অকারতর, সুখে স্পৃহাশূন্য, আসক্তি–আশঙ্কা–অভিমানে অসঙ্গ, তেমন মহাজন জগতে সুদুর্লভ। ফলতঃ বিবেকী পুরুষের অনুসরণ ও ইকর্মের অনুষ্ঠান দুষ্কর। বিমূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন কেউ সুখে নিদ্রা যেতে পারে না। হে দ্বিজবর! জগতে বৃক্ষ যে পত্র–পুষ্প–শাখা–ফল–ছায়া দ্বারা জীবনের কল্যাণ করে, সেই বৃক্ষই কঠোর কুঠারাঘাতে কর্তিত হচ্ছে। এমন কৃতঘ্নতাপূর্ণ জগতে কল্যাণ–আশ্বাসের অবকাশ কোথায়? অনিত্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থে জীবের স্থায়িত্ববিচার নিতান্তই বিকার ভিন্ন আর কী হতে পারে? তেমন জীবনের পক্ষে বিদ্যা–বিনয়–ধন–জন, সবই নিস্ফলা। প্রকৃত বিচারের অভাবে লোকমাত্রই কামনায় আসক্ত, চাতুর্যে চমৎকার প্রতারণায় দক্ষ, কর্মতরঙ্গে সদাব্যস্ত, সাধুসঙ্গে নিস্পৃহ। পরিদৃশ্যমান এই জগতে যা কিছু আছে সবই স্বপ্নের মত অস্থির ও অলীক। আকাশচুম্বী পর্বত, যা কোন এক সময়ে ছিল না, আজ দৃশ্যমান, কিন্তু ভাবীকালে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। জনবহুল নগর বিশাল অরণ্যে পরিণত হতে পারে, নিবিড় অরণ্য মরুভূমি হয়ে যেতে পারে। জগতের যাবতীয় বস্তু এমন কি বাল্য, যৌবন, শরীর সবই অনিত্য। এখানে নিয়ত ধ্বংস, অনবরত সৃষ্টি। কিন্তু এই অসার সংসারের অবসান হয় কই? এখানে মানুষ ইতর যোনিতে পুনর্জন্ম পাচ্ছে, জন্তু মানুষ হয়ে জন্মলাভ করছে, দেবগণ দেবত্বচ্যুত হচ্ছে। এই জগতে স্থিরত্ব অসম্ভব। সকল প্রাণী, এমন কি ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ পর্য্যন্ত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জগতের এইসব দোষ দেখে আমি ভোগবিলাসে কি করে মুগ্ধ হতে পারি? রাজ্য ও ভোগ সন্তোষদায়ক তো নয়ই, বরং দুশ্চিন্তার আপদ। সুতরাং সমস্ত ত্যাগ করে নির্জনে থাকাই শ্রেয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

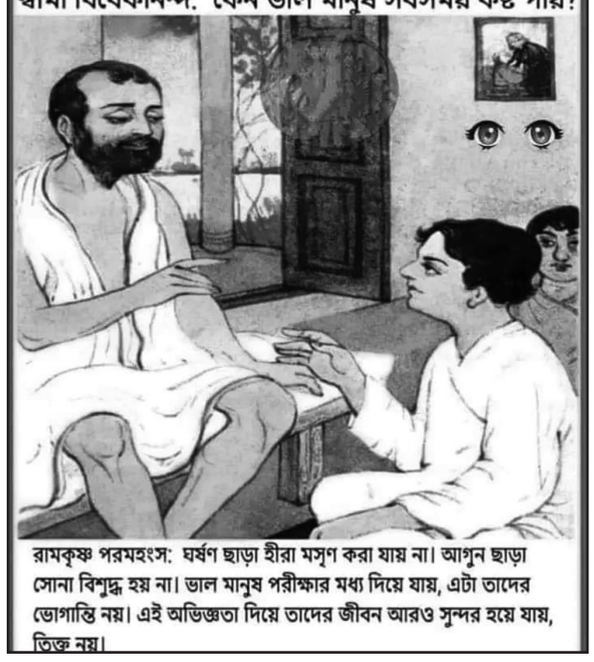

রামকৃষ্ণ পরমহংস: ঘর্ষণ ছাড়া হীরা মসৃণ করা যায় না। আগুন ছাড়া সোনা বিশুদ্ধ হয় না। ভাল মানুষ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়, এটা তাদের ভোগান্তি নয়। এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের জীবন আরও সুন্দর হয়ে যায়, তিক্ত নয়।

বাক স্বাধীনতায় মিথ্যা বলা কি মৌলিক অধিকার?

নির্মল গোস্বামী

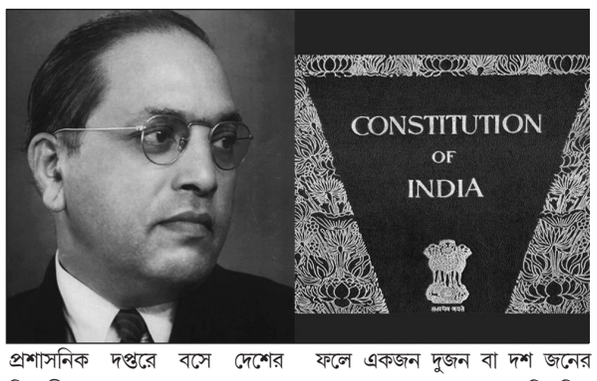

আমাদের সংবিধানে একেবারে শুরুতে যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে নাগরিকদের বাক স্বাধীনতা তার অন্যতম। এই অধিকারের জোরেই আমরা খুশি। চাকরির অধিকার থাক না থাক মন খুলে দুটো কথা তো বলতে পারি। বিরোধীরা সরকারকে গালমন্দ করবে, আবার সরকার পক্ষ বিরোধীদের মুণ্ডুপাত করে। এতেই আমরা আপ্লুত। তবুও সংযত ভাবে বাক চালিতা করা প্রয়োজন। কারণ সরকারের নেক নজরে পড়লে যে কোন কেসে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। আপনার কথায় যদি অন্য কেউ আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলেও আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হতে পারে। শুধুমাত্র হানি কেন মধ্যরাতে পুলিশি হানা হতে পারে। তাও আবার অন্যজন সম্পর্কে বলা কথায় কোন তৃতীয় ব্যক্তির মনে আঘাত লেগেছে, সে থানায় ডায়েরি করেছে, তাতেই পুলিশের রাত ঘুম ছুটে গেছে। যার সম্পর্কে বলল সেই ব্যক্তি যদি অভিযোগ করত যে তার সম্মান হানি ঘটেছে তবু একটা কথা থাকত। যাই হোক এখানে দেখা গেল যে বাক স্বাধীনতাটাও আপেক্ষিক। কারো বাক স্বাধীনতা আছে, আবার কারো নেই। সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তির যতটা বাক স্বাধীনতা, সাধারণ মানুষের ততটা নেই। অথচ সংবিধানে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির মৌলিক অধিকারের সঙ্গে একজন আম নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তবে হ্যাঁ, মন্ত্রীরা কতগুলি প্রশাসনিক অধিকার ভোগ করেন মাত্র। তাও সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে।

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক দপ্তরে বসে দেশের বিরোধী দলনেতার মেয়ের মৃত্যু এবং ড্রাইভারের মৃত্যুর পিছনে নাকি রহস্য আছে এবং মুখ্যমন্ত্রী তা জানেন। জেনেও তিনি কোন পদক্ষেপ করেন নি। এটা নাকি তিনি মহানুভবতা দেখিয়েছেন। যদি সত্যিই কোন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে, তাহলে তার সমাধান করার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। কারণ তিনি সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার শপথ নিয়েছেন। কোথায় কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার তদন্ত করে শাস্তি দেওয়াটাই হল যথাযোগ্য কাজ। কেন সেই কাজ করেননি। সেই কর্তব্যে অবহেলার কথা আজ ফলাও করে বলছেন? এটা কি অপরাধ নয়। যে কাজ করার জন্য প্রশাসনের মাথায় বসে আছেন। সেই কাজ না করলে অপরাধ হয়। এখানে জেনে বুঝে তিনি কোন পদক্ষেপ নেন নি। এটা গর্হিত অপরাধ। এই অপরাধের সাজা হবে না কেন? আর যদি এই রূপ কোন ঘটনা না ঘটে থাকে। অর্থাৎ ঐ দুই মৃত্যুর পিছনে যদি কোন অস্বাভাবিকতা না থাকে তাহলে বলতে হবে মৃত ব্যক্তির নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও তা অপরাধ হয়। সেই অপরাধের বিচার হবে না কেন? আদালতে কেউ যদি মিথ্যা সাক্ষী দেয়, তাহলে তার সাজা হয়। আইনে এর ব্যবস্থা আছে। আদালতে কোন এক ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিলে তার ফলে একজন দুজন বা দশ জনের সাজা হতে পারে। আর সাংবিধানিক পদাধিকারীরা মিথ্যা কথা বললে তার অভিঘাত হয় ব্যাপক, সারা দেশ জুড়ে।

ভোটের সময় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার থেকে ভোট নিয়ে যদি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা হয় তাহলে তাও এক ধরনের মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচার স্বাধীনতার পর থেকে জনগণের সঙ্গে ঘটে চলেছে। জোর গলায় নেতারা আজও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাচ্ছে কিন্তু কোন শাস্তি হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে কোথাও কেস হচ্ছে না বা কোন সংস্থা সুয়োমুটো কেসও করে না।

২০১৪য় মোদী বলেছিলেন বাজারদর কমবে। লোকে ভোট দিল। এখন ৪০০ টাকার গ্যাস ১২০০ টাকা। এই মিথ্যাচারের কী বিচার হবে না নেতারা মিথ্যাচার করে যদি দুধেভাতে থাকে, তাহলে জনগণ কেন সত্যের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে যাবে?

অনেকে অবশ্য বলতে পারে যে ভোটের সময় নেতারা যা বলে সেটা প্রতিজ্ঞা নয়, প্রতিশ্রুতি মাত্র। প্রতিশ্রুতি পূরণ সব সময় করতে পারে না মানুষ। তাহলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করলে কেন সাজা হয় দেশের বিচারে?

আমরা জানি যে এই রাজ্যে সিবিআই বা ইডি যতগুলো তদন্ত করছে তা আদালতের নির্দেশে হচ্ছে। সারদা নারদা মামলা যাতে সিবিআইএর হাতে না যায় তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ছে, তারপরে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। চাকরি চুরির তদন্ত হচ্ছে আদালতের নির্দেশে। তারপরও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে ছোট বড় নেতারা বলে বেড়ায় যে তাদের বিরুদ্ধে নাকি বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে দিয়েছে। এই নির্ভেজাল মিথ্যা দিনের পর দিন বলে চলেছে। এই মিথ্যাচারের কি কোনও প্রতিকার নেই আমাদের সংবিধানে?

আসানসোল জেল থেকে কেষ্ট বাবাজীকে দিল্লির জেলে নিয়ে যাচ্ছে। সবটাই তদন্তকারী সংস্থা আর আইনের ব্যাপার। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে সামনে পঞ্চায়েত ভোট তাই কেষ্টকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীরা ভোট লুঠ করবে। ভারী সুন্দর ব্যাখ্যা। এ রাজ্যে তাহলে জেলে বসে ভোট পরিচালনা করা যায়। শুধু করা নয়, বিরোধীদের ভোট লুটও আটকানো যায়। পুলিশ প্রশাসন ভোট লুট আটকাতে পারে না। একজন জেলবন্দি আসামী যা পারে এ রাজ্যের প্রশাসন তা পারে না। একথা যদি সত্য হয় তাহলে নৈতিকতার প্রশ্নে পুলিশ মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। রাজ্যে তাহলে আইনের শাসনের পরিবর্তে কেষ্টর শাসন চালু আছে মানতে হবে। আর এই হাস্যকর সত্যিটাকে যদি না মানা হয়, তাহলে বলতে হবে ইচ্ছাকৃত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। দেশ, দেশের আইন, আদালত তা বসে বসে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে শুনছে। এই যদি ভবিতব্য হয়, তাহলে বলতে হবে মিথ্যা কথা বলা বোধহয় কারো কারো সাংবিধানিক অধিকার হয়ে গেছে।

দেশ দেশান্তরে

ভারত–অস্ট্রেলিয়া শিক্ষা চুক্তি

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানেজ এসেছেন ভারত সফরে। হবে কূটনৈতিক শীর্ষ বৈঠক। তার আগে ভারত অস্ট্রেলিয়া পারস্পরিক শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃতি পদ্ধতি চালুর কথা ঘোষণা করেছেন অ্যান্টনি। তিনি জানিয়েছেন ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত ডিগ্রিকে অস্ট্রেলিয় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ছাত্রেরা পড়তে গেলে স্বীকৃতি পাবে তাদের ভারতীয় ডিগ্রি। এমনকী পাওয়া যাবে চাকরিও। ঠিক একই ভাবে অস্ট্রেলিয় ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেবে ভারত সরকার। অ্যালবানেজ জানিয়েছেন, ভারত অস্ট্রেলিয়া স্বীকৃতি চুক্তি সইয়ের কাজ চূড়ান্ত করেছে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত সরকার। উল্লেখ্য গুজরাতের গান্ধি নগরে গিফট সিটিতে অস্ট্রেলিয়ার ডিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আন্তর্জাতিক শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ। এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অর্থাৎ এই চুক্তির ফলে যারা অস্ট্রেলিয়ায় যাবে তাদের ভারতীয় যোগ্যতা সেখানে স্বীকৃতি পাবে।

শিক্ষা ছাড়াও বেশ কিছু বাণিজ্যিক চুক্তি হতে চলেছে দু দেশের মধ্যে। মুম্বাইয়ে ভারত অস্ট্রেলিয়া সিইও মঞ্চের অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন দুদেশের মধ্যে সই হওয়া অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তি বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপ খুলে দেবে।

পুতিনের মনোভাবে বিপদ আসন্ন

আমেরিকার তর্জন গর্জন ভারতের দৌত্য কাউকেই পাত্তা দিলেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। জি–২০ বৈঠকে তার মনোভাব বুঝিয়ে দিলেন ইউক্রেনের ওপর ফের হানা চালিয়ে। গতকাল ৮১টি রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র এসে পড়েছে ইউক্রেনের ওপর। যার ৩৪টি ধ্বংস করেছে ইউক্রেনিয় বায়ুসেনা। চারটি বিস্ফোরকবাহী ড্রোনও গুলি করে নামিয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই একের পর এক ক্ষেপনাস্ত্র হানায় বিধ্বস্ত ইউক্রেন। ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে পরমাণু কেন্দ্র। কোনও রকমে জেনারেটরের সাহায্যে চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়েছে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে গোটা পৃথিবী তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্মুখীন হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরমাণু বিষয়ক প্রধান রাফায়েল গ্রোসি রাশিয়া ইউক্রেনের কাছে নিরস্ত্রীকরণের আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর মতে এমন একটা বিপদজ্জনক জায়গায় যুদ্ধ চলতে পারে না। কিন্তু কোন কিছুতেই কম্পিত নয় রাশিয়ার হৃদয়। সারা রাত ধরে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চলেছে নিপ্রো শহরে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো একাধিক বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জখম ও মৃতের সংখ্যাও অনেক। আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক কর্তা এদিনের হামলায় ইরানের নামও যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে ইরানের যুদ্ধ গবেষণাগার হয়ে উঠেছে ইউক্রেন। পশ্চিম এশিয়ার বাইরে নিজেদের তৈরি অস্ত্র পরীক্ষা করছে তারা।

সত্যি কথা বলতে কি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বের মানবতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চলেছে। এই যুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যে বহু গরিব দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এর পরে যদি পারমানবিক ক্ষতি থেকে বিশ্ববাসীকে বাঁচাতে হয় তাহলে এখনই সমস্ত দেশের এগিয়ে আসা উচিত আওয়াজ তোলা উচিত এর বিরুদ্ধে।

– প্রণব গুহ

নারদ সংবাদ – পাচার কাহিনী

উল্টোপাল্টা (রম্য রচনা)

সুকুমার মণ্ডল

স্বর্গে সংবাদপত্র নেই, টিভিওয়ালারাও পৌঁছায় না। সেই কারণে কী না জানিনে, মর্তের মানুষেরা স্বর্গবাসীদের থেকে নিজেদের কিছুটা এগিয়ে রাখতে পছন্দ করে। তবে স্বর্গে নারদ আছেন, তিনি একাই একশো। কোন খবরই নারদের অগোচর থাকেনা । এই সেদিন ভগবান সমীপে নারদ হাজির হয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য দিনের মত তাঁর মুখে প্রসন্নতার চিহ্নমাত্র নেই, মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। উদ্বিগ্ন শ্রীভগবান নারদকে শুধালেন, কী সংবাদ নারদ, তোমার মুখমণ্ডলের অমন চেহারা কে করল! নারদ করজোড়ে শ্রীভগবানকে প্রণাম করে প্রথমেই একটি আবেদন পেশ করলেন, প্রভু আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, মর্তে ইয়ে ভারতে সংবাদ সংগ্রহ করা ভীষণ ঝুঁকি ও ঝকমারি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাংলা রাজ্যে তো নয়ই। .. আপনার কৃপায় এযাত্রায় জোর বেঁচে গেছি। ভক্তের বিপদ ও আশঙ্কায় ভগবান বিচলিত হয়ে বললেন, কিঞ্চিত বিশদ করে শোনাও হে, নইলে বোধগম্য হচ্ছে না ।

নারদ বললেন, প্রভু, ভারত নামক দেশটিতে এত গণ্ডা প্রদেশ যে মাঝে মাঝে বেতাল হয়ে পড়ি। তার মধ্যে বাংলা ইয়ে পশ্চিম বাংলা তো এক কাঠি এগিয়ে ...। নারদকে থামিয়ে শ্রীভগবান বললেন, ও আর নতুন কি বলছ তুমি। বাংলা যে এগিয়ে তা একশো বছর আগে থেকেই সবাই জানে। জ্ঞান–বিজ্ঞান, চিন্তন, শিক্ষার বিস্তার এসবে বাংলা ভারতের অন্য রাজ্যগুলি থেকে বরাবরই সমীহ আদায় করে এসেছে।

অধৈর্য নারদ বলে ফেললেন, সেসব দিন অতিক্রান্ত প্রভু। বাংলার মেধা বিদেশে গিয়ে সেঁটে বসছে প্রতিদিন। শ্রমিক–আন্দোলন করে বাঙালি অনেক আগেই কামচোর উপাধি পেয়েছে। খেলাধুলোতেও বাংলাকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। বাংলার নাটক–চলচ্চিত্রও এখন আর সারা ভারতে আলোড়ন ফেলে না। বাংলা এখন পাচারে সবচেয়ে এগিয়ে।

তুমি বোধহয় পাপাচার শব্দটি প্রয়োগকালে ভ্রমবশতঃ পাচার বলে ফেললে, নারদ ।

আজ্ঞে ব্যাপারটা আদৌ শব্দ–বিভ্রম নয় প্রভু। পাচার শব্দটি এখন বাংলায় সবচেয়ে বহুল প্রচলিত, বহু নিন্দিত শব্দ। বলা চলে, এসময়ের বাংলার মানুষের প্রধান জীবিকাই ওই পাচার ।

হুম্ .. মনে পড়েছে মনে পড়েছে ... প্রাচীন মূর্তি পাচার অভিযোগ ইতিপূর্বে কানে এসেছে বটে। মন্দির কিংবা প্রত্নস্থল থেকে ধাতু, প্রস্তর বা হাতির দাঁতের দেব–মূর্তি উধাও করে বিদেশে পাচারের একাধিক চক্র অনেকদিন ধরেই সক্রিয় – এসংবাদ তো তুমিই আমাকে অনেক আগেই শুনিয়েছিলে। ওটা মোটেই নতুন খবর নয় প্রভু, আপনি যথার্থ বলেছেন। তবে আমি আরও নতুনতর পাচার–কাহিনী আপনার কাছে এনেছি। পাচার আর কেবল মুর্তি–র মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যেকোন স্থাবর অস্থাবর সম্পদ–সম্পত্তি পাচার হয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিকে। পাচারকারীদের বিশেষ পছন্দ, কয়লা, নদীর বালি, পাথর, মাটি, গোরু – কি নয়! পাচার হয়ে যাচ্ছে মানুষ, শিশু বা কিশোরী–কিশোরীরাও বাদ নেই।

কয়লা খাদান, নদীর চড়া, পাথরের টিলা–পাহাড় হু হু করে ট্রাকে চেপে পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যেরই নানা কোণে, কখনও পড়শি রাজ্যেও। গোরুর পাল পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্যে। দু–দুশের মধ্যিকারের কাঁটাতারের বেড়া টপকে কি নিপুণ কৌশলে শত শত গোরু পাচার করা হচ্ছে তা দেখলে বাঘা বাঘা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মনে শ্লাঘার সঞ্চার হতে বাধ্য। বুঝতেই পারছেন পাচার হওয়া গোরুরা অবশেষে মানুষের ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রাম থেকে উঠতি বয়সি মেয়েদের দেশে–বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে আড়কাঠিরা। কখনও প্রেমের অভিনয় কিংবা বিয়ের টোপ, কখনো কাজের প্রলোভন। অভুক্ত অপুষ্টিতে ক্লিষ্ট মানুষেরা নিজেরাও হয়তো চাইছে পাচার হয়ে যেতে। অন্ততঃ অনাহার থেকে যদি রেহাই মেলে। পাচারের চক্র অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার হয়ে গেছে।

শ্রীভগবান বললেন, ওহে নারদ সব কিছুর মধ্যেই খারাপ দেখো না। পাচার না হলে কয়লা বালি মাটি পাথর কোন কাজে আসতো না। তার চেয়ে নতুন নতুন নির্মাণে কাজে লেগে ওদের পাথর–বালি–কয়লা জন্ম সার্থক হচ্ছে। এতে খারাপ কি হল।

প্রভু আপনি নিতান্ত ক্ষমাশীল, তাই দোষঘাট দেখতে পছন্দ করেন না। তাহলে আপনাকে পাচারের নেপথ্য–কথা জানাতেই হচ্ছে। কয়লা পাচার হয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের অগোচরে, চোরাগোপ্তা। ফলে কয়লা কোম্পানির ঘরে তার মুল্য পৌঁছায় না, চোরাই পাচারকারীরা পুলিশ–প্রশাসনকে মুদ্রা–বশ করে রাখে। বাঁকাপথে পাচারে সহায়তাকারীদের মোটা অর্থাগম হয়। বালি, পাথর কিংবা মাটি পাচারেও সেই একই চিত্র। বেপরোয়া মাটি কাটার ফলে কত জায়গায় নদীর বাঁধ বিপন্ন, কত নদীর স্রোত প্রায় স্তব্ধ হতে বসেছে। সরকার সেই সব অনাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

অবোধ শিশুরা দুষ্টুমী করছে, করুক না–স্নেহান্ধ জননীরা চিরকাল এমনটি হন। শাসকেরাও কখনো কখনো পুত্রসম নাগরিকদের সস্নেহ–প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন ।

আবারও ভুল করলেন প্রভু। এখানে ব্যাপারটা মোটেও স্নেহের প্রশ্রয় নয়কো। এই প্রশ্রয়ের জন্য রীতিমতো রফা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। অর্থের কত শতাংশ কোথায় নৈবেদ্য দিতে হবে তা পাচারকারীদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয়। কেউ কোনোরকম বেসুরো গাইলে আর নিস্তার নেই, মিথ্যা পুলিশি অভিযোগের নাগপাশে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলা হচ্ছে, নৈবেদ্যর ভাগ না দিয়ে পালিয়ে যাবে কোথায়! বিভিন্ন সামগ্রী পাচারের রেটও নির্দিষ্ট, কেবল মানুষ পাচারের কোনো রেট নেই, পাচারকারীরা প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সবটুকু গিলে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে পুলিশকে মাঝে মধ্যে ধরপাকড় করতেই হয়। মানুষ–পাচারের রেটও হয়তো অচিরেই স্থির হয়ে যাবে, তখন পুলিশের দৌড়ঝাঁপ কমবে কারণ পাচারের নৈবেদ্যর ভাগ ঠিকঠাক পৌঁছে গেলে সবাই শীতঘুমে চলে যাবে।

এসব শুনতে শুনতে শ্রীভগবানের মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। বিচলিত হয়ে বললেন, এই অনাচার নীরবে সহ্য করা যায় কখনো, কিছু একটা করতেই হবে।

উত্তেজিত শ্রীভগবানকে আশ্বস্ত করে নারদ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, করেন কি করেন কি প্রভু অত উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা কি এখন আপনার আছে। দুম্ করে ফের মর্তে অবতার হয়ে অবতীর্ণ হতে যাবেন না, ও লাইনে বিস্তর হেনস্থা। সাম্প্রতিককালে অনেক বাবাজীরাই এখন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি অভিযোগে কারাবাস করছে। খামোখা যেচে অপদস্থ হতে যাবেন না প্রভু।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শ্রীভগবানের মুখ থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস সহযোগে আক্ষেপ, তাহলে কি কোনো উপায় নেই।

নারদ বললেন, উপায় আছে বইকি প্রভু। মর্ত্যে বিরোধী দল নামে অনেক ছোট বড় গোষ্ঠী থাকে । তাদের একটু আধটু উস্কে দিলেই হল। আপনি বললেই আমি আমার সেই প্রিয় কাজটি শুরু করে দিতে পারি। বিরোধীরা হৈ চৈ শুরু করে সরকারের সঙ্গে ভারী সংঘাত শুরু করলে কিছুটা উপশম হবে। তাতেও কাজ না হলে সিবিআই বা ইডি–কে লেলিয়ে দিন। দেখুন মজা। পাচারের বখরা আসা বন্ধ হলেই শাসকদের ঘুমে ব্যাঘাত হবে। তখন জমে উঠবে খেলা । তবে ...

এর মধ্যে আবার তবে কেন হে নারদ !

অর্থ, প্রভু অর্থ । ওই অর্থকেই তো যত ভয়। সিবিআই কিংবা ইডিকে পাচার–অর্থের নৈবেদ্যর ভাগ পৌঁছিয়ে বশ করে ফেলার কয়েকটি ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা, তাই ভয়। ভেবে দেখুন, ওরাও তো রক্ত মাংসের মানুষ, ওদেরও তো অর্থের আকাঙ্খা থাকতে পারে। লোভ যে বড় বিষম বস্তু প্রভু।

পাঠকের কলমে

হাওড়া সরদ বক্সি লেনে বেআইনি নির্মাণ

হাওড়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের অন্তগর্ত ১১৬ নম্বর সদর বক্সি লেনে প্রোমটার সন্দীপ সাউ একটি বাড়ি তৈরি করছেন অবৈধ উপায়ে। বাড়িটির প্ল্যান তিনতলা থাকলেও ছয় তলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সরু গলির ভিতর কিভাবে এতো বড় বাড়ির প্ল্যান মিলল তা নিয়ে হাওড়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও হাওড়া থানায় অভিযোগ করা সত্ত্বেও নির্মাণ কাজ অবাধে চলছে। রাজনৈতিক মদত ছাড়া এইভাবে অবৈধ নির্মাণ সম্ভব নয়।

অবিলম্বে হাওড়া কর্পোরেশন ও পুলিশ প্রশাসনের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষের আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন। তা না হলে আর কেউ প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখতে পারবে না।

সুজিত সামন্ত, সদর বক্সী লেন, হাওড়া।

এটাই কিন্তু সেই 'কেষ্ট' নয়, জানুন আসল তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সোসাল মিডিয়ায় একটি মাছ বিক্রেতার ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেই মাছ বিক্রেতার ছবি দিয়ে লেখা এটাই সেই 'কেষ্ট'। অর্থাৎ বীরভূমের দাপুটে শাসক দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডলকেই বোঝানো হয়েছে। যেহেতু সবাই জানে একসময় 'কেষ্ট' বাজারে মাছ বিক্রি করতেন। তাই অনেকেই হুবহু দেখতে মাছ বিক্রেতাকে বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে বন্দী থাকা কেষ্টর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। অনেকে আবার ছবির মধ্যে মাগুর মাছ আছে কিনা তারও তল্লাশি করছেন।

এই প্রতিবেদকও ছবিটা দেখে চমকে উঠেছিল। ভাবছিলাম কেষ্টর মাছ বিক্রির ছবিটা কে তুলে রেখেছিল? কিন্তু ঘটনার খোঁজ করতে গিয়ে আসল তথ্য যা উঠে এল তা হল এটাই কিন্তু সেই 'কেষ্ট' নয়। ইনি হলেন সুকুমার হালদার। বর্তমানে যিনি সত্যিই মাছ বিক্রি করেন হুগলি জেলার শেওড়াফুলি এলাকায়। তিনি জানিয়েছেন যে বা যারা তার এই ছবি দিয়ে লিখেছেন এটাই সেই কেষ্ট, তারা খুব অন্যায় করেছেন। প্রশাসন তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিক। না হলে ওপরওয়ালা তাদের নিশ্চয় বিচার করবেন। তিনি আরো বলেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। অনুব্রত যদি হাতি হয় উনি পিঁপড়ে। সকাল ৭টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বাজারে মাছ বিক্রি করে তাঁর সংসার চলে, এভাবে তার ছবি সোসাল মিডিয়ায় 'কেষ্ট' নামে ভাইরাল করে তাকে আঘাত করা হয়েছে। তিনি জানান, তার নিজের বাড়িও নেই, ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। সুকুমার হালদারের স্ত্রীও এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসকে জবাব দিতে সিপিএমের জোরদার প্রস্তুতি

পঞ্চায়েত নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। যদিও সরকারিভাবে এখনও দিনক্ষণের কিছু ঠিকঠাক না হলেও গ্রামগঞ্জগুলিতে কার্যত পঞ্চায়েত ভোটের বাজনা বেজে গিয়েছে। একইভাবে সাজো সাজো রব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও। তবে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের জন্য এই মুহূর্তে কার্যত চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে একমাত্র সিপিএম। জেলাওয়ারী এই প্রস্তুতির তালিকায় শীর্ষে নাম রয়েছে একদা লাল দুর্গ তথা অবিভক্ত বর্ধমান। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম বহু আগে থেকেই সর্বত্র এবারের ভোট রণকৌশল ঠিক করে ফেলেছে। যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল আগেভাগেই কয়েক দফায় প্রার্থী তালিকা সম্পূর্ণকরণ এবং নিয়মিত পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি করা। সেই মতো সিপিএমের জোরদার প্রস্তুতির খবর মিলেছে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও। গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল দাপটে 'লাল দুর্গ' কার্যত তছনছ হয়ে যায়। জেলাজুড়ে সিপিএমের অভিযোগ ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপকতর সন্ত্রাসের কারণেই মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। ফলে সেই নির্বাচনে যথাযথভাবে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি। যদিও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সিপিএম সহ বিরোধীদের সন্ত্রাসের এই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জনসমর্থনে ঘাটতি সহ প্রতিপক্ষের সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। এভাবেই শাসক–বিরোধী তরজায় ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন সারাদেশের মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছিল। পাঁচ বছরের ব্যবধানে ২০২৩ সালে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে আসতেই পাড়ায় পাড়ায় গতবারের সেই পুরনো বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন, এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দেওয়া সম্ভব হবে তো? এদিকে, সাধারণ মানুষের এই একটাই প্রশ্নের ওপর অনেকটাই ভর করে পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএম এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে যথাযথ জবাব দেওয়ার মতো ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে। জেলায় সিপিএমের এপর্যন্ত প্রায় ৯৮ শতাংশ আসনের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পর শীর্ষ কমিটির কাছে জমা পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দফায় দফায় এভাবেই প্রার্থী তালিকা জমা পড়তে থাকে। ২মার্চ সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই রাজ্যজুড়ে বাম–কংগ্রেস জোটের পালে যেন দুরন্ত হাওয়া লেগেছে। এই জোটের কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন বিশ্বাসের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ব্যবধানে হেরে যান। তাঁর হারের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের গড়ও প্রশ্নের মুখে পড়ে যেতেই রাজ্যজুড়ে বাম–কংগ্রেস জোট কার্যত উজ্জীবিত। সেই ছবিও ধরা পড়ছে রাজ্যের শস্যগোলায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বৃহস্পতিবার সকালে টেলিফোনে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ জবাব দিতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেস খারাপ হলেও মমতা ভালো এই কথাও বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ আর মানতে চাইছেন না। এনারাও বাম–কংগ্রেস জোটকে সমর্থন করছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই ৯৫–৯৮ শতাং প্রার্থী তালিকা সম্পূর্ণ হয়েছে। এদিকে, নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে তো নাকি সুকৌশলে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে প্রশাসক বসানোর রাস্তায় হাঁটবে এই প্রশ্নেই চারিদিক এখন সরগরম। যদিও সিপিএম নেতা সৈয়দ হোসেন বলেন, রাজ্য সরকার যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে সর্বত্র প্রশাসক বসানোর কৌশল নেয় তাহলে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতেও প্রস্তুত।

বাবার হাতে খুন হল ৭ বছরের শিশু সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী–স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের জেরে নিজের বাবার হাতে খুন হল শিশু সন্তান। উস্তি থানার দেউলার শিশু খুনের ঘটনায় উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য।

জানা যায়, উস্তি থানার দেউলার বাসিন্দা রফিকুল শেখের সাথে তার স্ত্রী রুকসান সেখের সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পর তাদের দুই সন্তানকে নিজেরা ভাগ করে নেন। রুকসান শেখের কাছে থাকতো কন্যা সন্তান আর রফিকুল শেখের কাছে থাকতো তার পুত্র সন্তান।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, প্রায় সময় রফিকুল সেখ ও তার পরিবারের লোকজন ৭ বছরের শিশু সন্তানকে মারধর করতো এমনকি ঠিকমতো খেতেও দিত না তাকে। শনিবার রাতে রফিকুল সেখ তার নিজের সন্তানকে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ধান জমিতে নিয়ে গিয়ে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ধান জমিতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় উস্থি থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে মূল অভিযুক্ত রফিকুল শেখ। নিজের শিশু সন্তানের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন রুকসান সেখ। রুকসান বর্তমানে কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন । তার দাবি অবিলম্বে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দিতে হবে।

কুলতলিতে সৃষ্টিশী মেলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: সুন্দরবনের কুলতলিতে তিনদিনের সৃষ্টিশী মেলা শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে নিয়ে। তাদের নিজেদের হাতে তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য হাতে তৈরি জিনিসপত্র গুলি কোথায় বিক্রি করবে এবং তা থেকে তারা উপার্জনের দিশা দেখাবে । সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্প যার নাম সৃষ্টিশ্রী মেলা। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। চলবে টানা তিন দিন ধরে। সুন্দরবনের ও গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে হাতের কাজের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে এই মেলাতে টাকা উপার্জন করার জন্য। বেশ কিছু কাউন্টার খোলা হয়েছে।

কুলতলির সুন্দরবন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাঠে হওয়া এই মেলার আয়োজক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন । এই মেলা চলবে ১১মার্চ শনিবার পর্যন্ত । এই প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মহিলারা কিভাবে স্বনির্ভর হতে পারে সেই বিষয়ের উপরে বিভিন্ন ব্লকের একটি করে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর গ্রুপ রয়েছে। তাছাড়া একটি বিশেষ গুরুত্ব এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলের যে ড্রেস দেওয়া হয় সেগুলি এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করার পর স্কুলে দেওয়া হচ্ছে। কুলতলির এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক, জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার। কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারী, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল থেকে শুরু করে একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ একাধিক আধিকারিক।

ভর সন্ধ্যায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হটুগঞ্জের শুট আউটের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী নিখিল কুমার সাহার অবস্থার অবনতি হলে ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুষ্কৃতিদের ছোড়াগুলি ব্যবসায়ির শরীরের লিভারের কাছে আটকে রয়েছে যার চিকিৎসা ডায়মন্ড হারবারে করা সম্ভব নয়। তাই তড়িঘড়ি আহত ব্যবসায়ীকে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

অন্যদিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে প্রতিক্রিয়া দেন আহত ব্যবসায়ী নিখিল কুমার সাহা। ঘটনায় রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটালের নাম বলেন তিনি। ঘটনার মূল অভিযুক্ত রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটাল হটুগঞ্জ এলাকার ত্রাস বলেও জানা যায়। এলাকায় তোলাবাজি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িত রেজাউল হক ওরফে ছোট মাটাল। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রেজাউল হক সহ তার দলবলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পুলিশি নিরাপত্তা যেভাবে ভর সন্ধ্যায় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল তাতে রীতিমতন আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে হটুগঞ্জ এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

গৃহস্থের বাড়িতে নগদ সহ লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরি,তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং গৃহস্থের বা।তিতে কেউ না থাকার সুযোগে রাতের অন্ধকারে হানা দিলো চোর।ঘরের দরজা ভেঙে নগদ ১৬৫০০ টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গহণা নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের সুখসাগর পাড়ায়। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গৃহস্থের মালিক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাড়ি ঘরে তালা লাগিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন স্বপন বেরারা। সেই সুযোগ ফাঁকা বাড়িতে হানা দেয় চোর। বাড়ি ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আলমারি ভেঙে ফেলে। সেখান থেকে নগদ ১৬৫০০ টাকা, সোনর কানের দুল,আংটি সহ অন্যান্য সোনার গহণা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। গৃহস্থের মালিক স্বপন বেরা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলাম। বৃহস্পতিবার ভোরে আমার দাদা ফোন করে জানায় আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি। ঘরের মধ্যে দেখি আলমারী ভাঙা। ঘরের সমস্ত আসবাপত্র ছড়ানো। চুরি হয়েছে বুঝতে পারি। ঘটনার বিষয় জানিয়ে বৃহস্পতিবার ক্যানিং থানা অভিযোগ দায়ের করেছি।

'নারী দিবসে রোটারি ক্লাবের শ্রদ্ধা নারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি :আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে, সকল নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এন্ডেভার–এর পক্ষ থেকে বাগবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে, যারা জীবনের কঠিন যুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন, এরকম দশজন নারীকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সভাপতি রুবিনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। রুবিনা তার বক্তব্যে বলেন, 'নারীদের কেবল সম্মানের সাথে সমাজে এগিয়ে নিয়ে যংবার আহ্বান নয়, তাদের নিজেদের শরীরের সুস্থতা এবং সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করানোই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।' মেয়েদের অনুচ্চারিত ঋতুকথা মেয়েরা যেন নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে। তাদের অসুবিধার কথা বলতে পারে। এবং কুসংস্কারের উর্ধে উঠে তারাও যেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। অনুষ্ঠানে এই বার্তা তুলে ধরেন ডাঃ রিনা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে যে দশজন নারীকে সম্মানিত করা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামিনী দাস, রীণা প্রামাণিক, মালতী মণ্ডল, মমতা খান্দ, শ্বাশ্বতী দাস প্রমুখ।

চাকরি চুরিতে তৃণমূল নেতার নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওএমআর শিট কারচুপি করে চাকরি নামের তালিকায় উঠে ডায়মন্ড তৃণমূল নেতা অমিত সাহার নাম। জানা যায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে গ্রুপ সি এর ওএমআর সিটের প্রকাশের কথা বলা হয় আর সেখানেই ডায়মন্ড হারবারের টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি অমিত সাহার নাম উঠে আসে এবং তার ওএমআর শিট প্রকাশ করতেই দেখা যায় মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দেয় এই তৃণমূল নেতা আর তারপরেই তার চাকরি হয় হটুগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলে আর আজ সেই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে আর তার আগেই সকাল থেকেই তার বাড়িতে গেলে তালা বন্ধ অবস্থায় দেখা যায় তার বাড়ি অন্যদিকে এই বিষয়ে প্রতিবেশী ও বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে কেউ কিছুই সদ উত্তর দিতে পারেনি। তবে এই বিষয় নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। . তবে এই বিষয়ে কুলের প্রধান শিক্ষিকার সাথে কথা বলা হলে তিনি জানায় যে এই বিষয়ে তিনি কোন কিছুই জানেন না। অমিত মাঝেমধ্যেই স্কুলে আসত। তবে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনেকেই কটাক্ষ করে বলছে সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিল অমিত সাহা। যেখানে সংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দলের স্বচ্ছতা আনতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেখানে সাংসদ ঘনিষ্ঠ হয়েও কিভাবে এমন কাজ করল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

সরকারের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও

একের পাতার পর

এই প্রসঙ্গে স্টেট স্টিয়ারিং কমিটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংকেত চক্রবতী বলেন, চারবার কেন হাজিরা চেক হবে? ১০–৪৫ মিনিটের পরে কেউ এলে সে তো অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়। আসলে শাসক দলের নেতারা ফোন করে ডেকে এনে হাজিরা খাতায় সই করাবে। এটা একটা সরকার চলছে? তিনি ধর্মঘটীদের ধন্যবাদ জানান।

এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, ধর্মঘটীদের ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চেয়েছে সরকার। সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই তথ্য অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়ার। ফলে কর্মীদের আশঙ্কা সরকারের তরফ থেকে আরও বড় ধরনের আক্রমণ নামতে চলেছে কর্মীদের ওপর। সরকার পরবর্তী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন কর্মীরা। অন্যদিকে আইনজীবী মহলের ধারণা শাস্তিমূলক বিজ্ঞপ্তি জারি হলে বিষয়টি গড়াতে পারে আদালত পর্যন্ত। তবে আগামী দিনে সরকার এবং সরকারি কর্মী দ্বৈরথ যে আরও তীব্র হতে চলেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চন্দন মণ্ডলের বিরুদ্ধে

একের পাতার পর

এখনও শুনছি আরও যাবে। তবে আমার গ্রামে যাদের চাকরি গিয়েছে, আর যাদের রয়েছে তাদের সবারই যাক। কাঁদলে সবাই কাঁদুক। হাসলে সবাই হাসুক। এদের সবারই দশ বারো লক্ষ করে টাকা দিয়ে চাকরি। এটা নিঃসন্দেহে অরাজকতা।' সম্প্রতি আলিপুর সিবিআই আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় এরকম সৎ রঞ্জনের মত আরও কতজন চাকরি দাতা আছেন, তাদের খুঁজে বের করার নির্দেশ জারি করেছেন।'

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গণ ইস্তফা কদম্বগাছিতে

একের পাতার পর

নিয়ে কদম্বগাছি যান। এদিন সাংসদের গাড়িতে বারাসত ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরশাদ উদজামান ওঠেন। এতেই অনেকের রাগ হয় বলে মনে করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। জেলায় জেলায় দলের কর্মসূচিতে গিয়ে গ্রামের মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা।

এবার দিদির দূত হয়ে দত্তপুকুরের গ্রামে গিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সাক্ষী থাকলেন বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন গাড়ি থেকে নামার সময়ে পায়ে চোট পান আরশাদ। ভিড়ের মধ্যে কেউ তাকে ইঁট ছুঁড়ে জখম করেছে বলে তার অভিযোগ। সে কথা অবশ্য মানছেন না সাংসদ কাকলি। তিনি বলেন আমি একজন চিকিৎসক। তাই আরশাদের চোট দেখে মনে হয় ওর চর্মরোগ আছে। কোনও কারণে আঁচড় লেগে কেটে যেতে পারে।'

গণ ইস্তফা প্রসঙ্গে কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম পাল বলেন, 'আজ দিদির দূত কর্মসূচিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে যেভাবে উপেক্ষা করা হল, তা নিঃসন্দেহে অপমানকর। ইতিপূর্বে দল আমাদের সম্মান দিয়েছিল, প্রতীক দিয়েছিল। আমরা নির্বাচনে লড়াই করেছি। তার ফলস্বরূপ আমরা জয়লাভ করেছি। আজ দলীয় কর্মসূচিতে তার প্রতিদান স্বরূপ যে অবজ্ঞা পেলাম তার তুলনা হয়না। আর এজন্যই আমাদের গণ ইস্তফার এই সিদ্ধান্ত।' উপ প্রধান সুনীল মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমাদের ডাকা হয়না। আমাদের জানানোও হয়না। আমরা একাধিকবার দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বদের জানিয়েছি। কিন্তু কোনও 'সুরাহা না হওয়ায় আজ এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে বাধ্য হয়েছি।'

এ প্রসঙ্গে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'আমাকে পঞ্চায়েতে নিয়ে যাবার কথা ছিল। আমি সাড়ে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কেউ আমাকে নিতে আসেনি। ফলে আমি বেরিয়ে আসি।' তাঁর দাবি, বিশেষ সূত্রে তার কাছে খবর ছিল, পঞ্চায়েত গেলে তাকে হেনস্থা করা হতে পারে। এ জন্য দলের কর্মীদের কথায় তিনি গাড়ি থামান নি।

এপিসি ক্লিনিকের উদ্যোগে অসুস্থ পোষ্যদের ফ্রী ভ্যাকসিন ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি :মলয় সুর : এপিসি–র উদ্যোগে বিশেষ গৃহপালিত পশু ও পথ পোষ্যদের চিকিৎসা ও ফ্রী ভ্যাকসিনের ক্যাম্প হল দক্ষিণ কলকাতার পাটুলি অঞ্চলে। এপিসি ক্লিনিকের কর্ণধার এবং পশু চিকিৎসক ডাক্তার অপরাজিতা রায় জানালেন, বাড়িতে পশু রাখলেই হবে না তাকে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পথ কুকুরদের স্নেহ–যত্ন নিতে হবে। 'ফার অ্যান্ড কেয়ার'–এর কর্ণধার শ্রেয়া গুহ ও চিরতোষ রায় বলেন, প্রতিদিন প্রায় ৫০টি পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও এই রবিবার ৫ মার্চ ফ্রী ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এদিন ৩২টি পোষ্যকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন কলকাতার ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা স্বরাজ কুমার মণ্ডল। তিনি বলেন, আগামী দিনে এক বিশেষ ভ্যাকসিন ও ক্লিনিক্যাল পরিষেবা পোষ্যদের স্বাস্থ্যের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তারজন্য এই ক্লিনিকের সহযোগিতায় ব্যবস্থা হবে। কলকাতার বুকে এই ক্লিনিকের তিনটি শাখা রয়েছে। ফুলবাগান, কাঁকুড়গাছি, হিন্দুস্তান পার্ক ও পাটুলিতে।

ডাঃহাঃ শিক্ষা

একের পাতার পর

তারপরও নিয়োগপত্র মেলেনি যোগ্য প্রার্থীদের। তাই বাধ্য হয়ে নিজেদের নিয়োগের দাবি জানিয়ে সোমবার থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ২০০৯ এর প্রাথমিকের যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। মূলত তাদের দাবি যতদিন না পর্যন্ত তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে ততদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে এবং আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন ২০০৯ এর প্রাথমিকের যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা।

পানীয় জলের

একের পাতার পর

তার পরেও এলাকার মানুষজন বিরোধিতা করতেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই এলাকায় পানীয় জলের কোন সমস্যা নেই।

অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে গঙ্গাসাগর চার নম্বর বিজেপির যুব সভাপতি রাজু মণ্ডল জানায় এই এলাকায় মূলত সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর জামাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন প্রধান রয়েছেন। সাধারণ মানুষ এর আগে বারে বারে জানিও কোনো ফল হয়নি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গেট তৈরি হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জলের সমস্যা জন্য একটা নলকূপ তৈরি করে দিতে পারছে না পঞ্চায়েত। দুর্নীতিতে ভরে গেছে এই সরকার। লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি খেয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি।

কেষ্টর দিল্লি যাত্রায় ঘোর শঙ্কিত

একের পাতার পর

তখনই 'ঘাসফুল' বাগানে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। বীরভূমের প্রবল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী নেতা অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র।অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভ্রাতৃসম সেই কেষ্টর গ্রেপ্তারের ঘটনায় দিদি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আর এবার যখন কেন্দ্রীয় আর্থিক দুর্নীতি তদন্তকারী সংস্থা ই ডি'র (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে দাপুটে কেষ্টকে জেরা করার জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল তারপর থেকেই সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত হতাশ বলেই সূত্রের খবর।মঙ্গলবার দোলানন্দের মধ্যেই কেষ্ট মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি যখন তোলপাড় তখন পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের গুছিয়ে নেওয়া' নেতা–কর্মীরাও আশঙ্কার দোলাচলে কালক্ষেপ করে চলেছেন।

প্রকৃতি পুরুষে নিঃস্ব হচ্ছে সুন্দরবন

একের পাতার পর

যুবকদের এই অংশের জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা হোক। কমিটির রিপোর্ট পরিষ্কার করে দিয়েছে শুধু প্রকৃতি নয় খেটে খাওয়া সুন্দরবনবাসীও গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ম্যানগ্রোভের মতো উধাও হয়ে যাচ্ছে তাদের রুটি রুজি। ফলে সুন্দরবন জুড়ে এখন মুনাফাখোর বহিরাগতদের আনাগোনা। এমনিতেই জল–জঙ্গলে ভরা সুন্দরবনের প্রকৃত অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের সমস্যা পাহাড়প্রমাণ নোনা জলে চাষবাসের উপায় নেই যতটুকু হয় তাতেও মেলে না সরকারের সাহায্য। নদীতে মীন ধরা ও বাঘের কাছে জীবন বাজি রেখে মাছ কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ ছাড়া উপায় নেই তাদের একমাত্র ভরসা ছিল ১০০ দিনের কাজ সেখানেও দুর্নীতির অভিযোগে বন্ধ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। ফলে আর থাকার উপায় নেই সুন্দরবনের মাটিতে। তাই পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে মজুরির আশায়। শাসক বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া এই রিপোর্ট হয়তো কোনো দিনই সেইভাবে চর্চায় আসবে না। কিন্তু আসলে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের সুযোগ বন্ধ হলে কর্ম সংস্থানের প্রকৃত অবস্থাটা কি তা বুঝিয়ে দিচ্ছে এই রিপোর্ট। সরকারের নানা প্রকল্প কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছে না সুন্দরবনবাসীকে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মী ভাণ্ডার সত্ত্বেও সুন্দরবনবাসী আজ বহির্মুখী এভাবেই একদিন সুন্দরবনের প্রকৃতি আর পুরুষের দখল নেবে বাইরের লোকেরা। নিঃস্ব হয়ে যাবে সুন্দরবনের প্রকৃত সংস্কৃতি। একথা ঠিক পরিবেশ আদালত বা সামান্য কয়েকজন পরিবেশবিদের দ্বারা সুন্দরবনকে বাঁচানো সম্ভব নয় এর জন্য প্রয়োজন রাজনীতিবিদদের সুন্দরবন সচেতনতা। সেটা যতদিন না হবে ততদিন সুন্দরবন নিঃসঙ্গতায় ভরে উঠবে।

মহানগরে

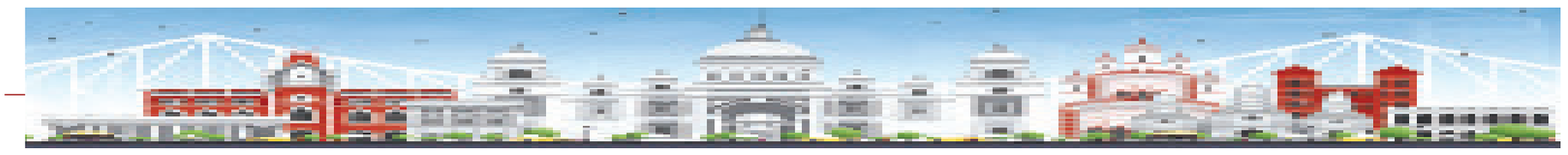

বসবে জলের মিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ৫টি ওয়ার্ডে এবং দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি ওয়ার্ডের পানীয় জলের কলে জলের মিটার বসানো হবে। তবে এর সঙ্গে জলকরের কোনো সম্পর্ক নেই। হানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, উত্তর কলকাতার ১ নম্বর বরোর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এই ৫টি ওয়ার্ডে 'এডিবি'র অর্থে পরিস্রুত পানীয় জল খরচের পরিমাণ জানার জন্য ওই ওয়ার্ড গুলির প্রতিটি কলে জলের মিটার বসানো হয়েছে। আবার দক্ষিণ কলকাতার কিছু কিছু ওয়ার্ডেও জল পরিমাপের জন্য এই মিটার বসানো হচ্ছে। এটা করা হচ্ছে উৎপাদিত পরিস্রুত পানীয় জল কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে তা মনিটরিং করার জন্য। আমরা পানীয় জলের কতটা উৎপাদন করছি। সেই জলকে বাড়ি বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে যখন সেই সময় জলের কতটা ব্যবহৃত হচ্ছে? কতটা ট্রান্সমিশন লস হচ্ছে? এটা কলকাতা পুরসংস্থার জল সরবরাহ দফতর পরিমাপ করতে আগ্রহী। সেইজন্য এবং 'এডিবি'র চুক্তিবদ্ধের মধ্যেও রয়েছে এবং পৌরসংস্থাও কিছু কিছু জায়গায় 'পাইলট প্রজেক্ট' হিসাবে কাজ করছে। কলকাতায় এখন দৈনিক জল উপাদন হচ্ছে সব মিলিয়ে প্রায় ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন উৎপাদন করছি। তাতে কলকাতার যা জনসংখ্যা (সাড়ে ৫০ লক্ষ) আছে, তাতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব থাকা উচিত নয়। এছাড়াও পুরসংস্থা অতিরিক্ত জল উৎপাদনে দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালনের প্রকল্প তৈরি হচ্ছে গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে। সুতরাং আগামীদিনে মিটার বসে গেলে জলের অপচয় হচ্ছে কী না? একটা বাড়িতে কতজন বাস করে? তাদের কতটা জল দৈনিক প্রয়োজন হয়? সেই জলটা আন–নেসেসারি ফেলে দিচ্ছে কী না? এটা কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতর একটা স্টাডি করবে? তারপর একটা রিপোর্ট নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে যে, একটা বাড়িতে দৈনিক কতটা জল লাগতে পারে। কত জনের জন্য দৈনিক কত লিটার জল লাগতে পারে? এর ওপর একটা অ্যাসেসমেন্ট করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় ব্যক্তি প্রতি দৈনিক ১৫০ লিটার জল ব্যবহৃত হবে। এর থেকে কলকাতা পুরসংস্থা দৈনিক অনেক বেশি পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন করছে। কিন্তু তাতেও কলকাতায় পানীয় জলের অভাব কেন? সে প্রশ্নও ভেসে উঠছে? তার মানে কোথাও না কোথাও এই মহা মূল্যবান জলের অপচয় হচ্ছে। সেই অপচয় রোধ করার জন্য এটা একটা প্রয়াস। তবে এটার সঙ্গে 'ওয়াটার ট্যাক্স' নেওয়ার বা না নেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসংস্থার যে ৩/৪ ও ৫/৮ ফেরুল আছে, সেগুলিতে কলকাতা পুরসংস্থা কোনো ট্যাক্স নিচ্ছে না। এদিকে গত সাতদিনে কলকাতার তিন প্রান্তে তিন তিনটি আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের ও ৪ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার ৯০ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চাননতলায় পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণে একটি ১৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হল। ৯ মার্চ মেটিয়াবুরুজে ১৩৯, ১৪০ ও ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণে ৩ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হল। আবার ১০ মার্চ শকুন্তলা পার্ক এলাকার ১২৬ (আংশিক), ১২৭ (সম্পূর্ণ) ও ১২৮ (সম্পূর্ণ) ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণে শকুন্তলা পার্কে ৩ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হল।

ঢিমেতালে ডাস্টবিন বিতরণ চললেও

যত্রতত্র নোংরা ফেললে জরিমানা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়িতে (সম্পত্তি কর দেওয়া বা না দেওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই) নীল–সবুজ ডাস্টবিন দেওয়া হচ্ছে। কোন ডাস্টবিনে কী কী ফেলতে হবে, সেজন্য জেরক্স করা লিফলেটও দেওয়া হচ্ছে। বাংলা–ইংরেজিতে পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া আছে। বুঝতে না পারলে পুরপ্রতিনিধিরা তাও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। পুরসংস্থার কর্মীরাও বুঝিয়ে দেবেন। একাধিকবার বুঝিয়ে দেবেন। জঞ্জাল ফেলার গাড়িতে জঞ্জাল ফেলবেন। তাসত্ত্বেও যদি আন–অথরাইজড জঞ্জাল থ্রোয়িং হয় রাস্তায় সেজন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ৫০ – ৫,০০০ টাকা জরিমানা করবে কলকাতা পুরসংস্থা। ১৯৮০ সালের কলকাতা পুরনিগম আইনের ৩৩৮ নম্বর ধারায় তা পরিষ্কার করে বলা আছে। এবং মিউনিসিপ্যাল কোর্টে তাকে টেনে আনতে পারার প্রভিশন, ওই পুর আইনে বলা আছে। চলতি অর্থবর্ষে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১,২৭৬টি জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় জঞ্জাল ফেলা আটকাতে পুরপ্রতিনিধিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। আপাতত মানুষকে সচেতন করার উপরেই জোর দিতে হবে।

৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পুরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে প্রশ্ন করেন, ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কলকাতার কত শতাংশ বসবাসকারী পরিবারের কাছে নীল–সবুজ ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে? কলকাতা পুর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য উৎসেই 'জঞ্জাল বিভাজনে' জঞ্জাল ফেলার আগে বর্জ্য চিনে বিভাজন করুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। পচনশীল বর্জ্য (মাছের আঁশ ও কাঁটা, মাংসের হাড়, ডিমের খোসা) সবুজ বিনে আর অপচনশীল বর্জ্য (থার্মোকলের বা প্লাস্টিকের কাপ ও প্লেট, ধাতুর দ্রব্য ও তার, চামড়া ও রেক্সিনের দ্রব্য, রবারের দ্রব্য, প্যাকিংয়ের জিনিস) নীল বিনে ফেলার কথা বলা হচ্ছে। দু'টি পৃথক ডাস্টবিন বেশ কিছু বাড়িতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলকাতার এখনও ৫০ শতাংশ বাড়িতে এই নীল–সবুজ ডাস্টবিন পৌঁছোয়নি। কলকাতার পুর এলাকার

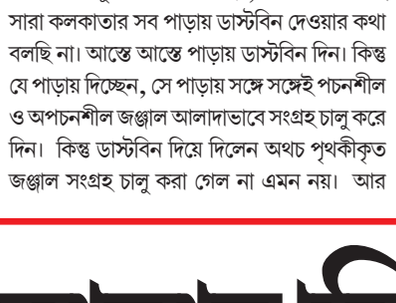

১৬টি বরোর কোথায় কত ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে, সে হিসেব সামনে এসেছে।

মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানিয়েছেন, কলকাতার ২৭টি ওয়ার্ডে আগে থেকেই উৎসেই জঞ্জাল পৃথকীকরণ' প্রক্রিয়া চালু ছিল। সেখানে কলকাতা পুরসংস্থা ১০০ শতাংশ ডাস্টবিন দিয়েছে। প্রথমে একটি করে সেট দেওয়া হয়, তারপর সেখানে যখন যেমন ডাস্টবিন রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন হয় তাও দেওয়া হয়। বাদবাকি যে ১১৭টি ওয়ার্ড আছে, তার মধ্যে সব জায়গায় এখনও ডাস্টবিন পৌঁছোয়নি। বরো ১'এ ৫০.২৭ শতাংশ, বরো ২'এ ৩৪.৭৬ শতাংশ, বরো ৩'এ ২৬.৮০ শতাংশ, বরো ৪'এ ২৭.৯৫ শতাংশ, বরো ৫'এ ৫৬.৬৩ শতাংশ, বরো ৬'এ ৩৬.৯১ শতাংশ, বরো ৭'এ ৩২.৬৯ শতাংশ, বরো ৮'এ ২১.৭৬ শতাংশ, বরো ৯'এ ৪৮.৩৯ শতাংশ, বরো ১০'এ ৩৭.৮৫ শতাংশ, বরো ১১'এ ৬০.৭৯ শতাংশ, বরো ১২'এ ৩৯.৬৭ শতাংশ, বরো ১৩'এ ৫৪.২৩ শতাংশ, বরো ১৪'এ ৩৫.৩৭ শতাংশ, বরো ১৫'এ ৩৬.৭৫ শতাংশ ও বরো ১৬'এ ৫৮.৪০ শতাংশ নীল–সবুজ ডাস্টবিন আপাতত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানিয়েছেন, আমরা আগেই সারা কলকাতার সব পাড়ায় ডাস্টবিন দেওয়ার কথা বলছি না। আস্তে আস্তে পাড়ায় ডাস্টবিন দিন। কিন্তু যে পাড়ায় দিচ্ছেন, সে পাড়ায় সঙ্গে সঙ্গেই পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদাভাবে সংগ্রহ চালু করে দিন। কিন্তু ডাস্টবিন দিয়ে দিলেন অথচ পৃথকীকৃত জঞ্জাল সংগ্রহ চালু করা গেল না এমন নয়। আর ডাস্টবিন দেওয়ার পরে কোনো বাড়ি থেকে মতেই মিশ্রিত জঞ্জাল সংগ্রহ করা হবে না।

মেয়র পারিষদ জানান, কয়েকটি বরোতে যেমন – ১, ৫, ১১, ১৩ ও ১৬তে ডাস্টবিন দেওয়ায় খুব ভালো কাজ করেছে। কিন্তু সেখানে পৃথকীকৃত জঞ্জাল সংগ্রহ চালু হয়েছে কী? সেটাও দেখতে হবে। শুধু ডাস্টবিন দিলাম আর পৃথকীকৃত জঞ্জাল সংগ্রহ চালু হল না, তা চলতে পারে না। কিন্তু কয়েকটি বরোতে কাজ আশাপ্রদ হচ্ছে না। যেমন – ৩, ৪ ও ৮ বরোতে। কিন্তু ডাস্টবিন দেওয়াটা ১০০ শতাংশ করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু পৃথকীকৃত জঞ্জাল কতটা সংগ্রহ করা যাচ্ছে, সেটাও একটু দেখে নিতে হবে পুরপ্রতিনিধিদের। আর যে পাড়ায় মিশ্রিত জঞ্জাল পাওয়া যাচ্ছে, সে পাড়ায় প্রচারের প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত জানুয়ারিতে পৃথকীকৃত জঞ্জাল ২৩০ মেট্রিকটন অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় ২১০ মেট্রিকটন অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এটা আরও বহুগুণ বাড়বে।

বিশ্বরূপ দে'র প্রশ্ন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পথচারীদের জঞ্জাল ফেলার বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থার অভিমত কী? দেবব্রত মজুমদারের বক্তব্য, কলকাতাসহ সারা ভারতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যে রুলস আছে, তাতে যেটা নির্দিষ্ট করে বলা আছে যে, যারা দৈনিক ১০০ কিলোগ্রাম বা তারও বেশি জঞ্জাল উপাদন করে তাদের বলা হয় বাল্ক ওয়েস্ট জেনারেটর'। এদের ক্ষেত্রে জঞ্জাল পৃথকীকৃত করা, সংগ্রহ করা ও ডিস্পোজাল করা। পুরোটাই তাদের দায়–দায়িত্ব। এই বাল্ক ওয়েস্ট জেনারেটরদের কর্তব্য নির্দিষ্টভাবে পালন করতেই হবে। তাদের থেকে কলকাতা পুরসংস্থা ফিজও আদায় করে। আর কলকাতা পুরসংস্থা এখন থেকে বাণিজ্যিক এলাকায় বড়োমাপের নীল–সবুজ বিন দেবে। যে জায়গায় দরকার আছে, সেখানে দেওয়া হবে। কিন্তু কোনো রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় বিন আর দেওয়া হবে না। কারণ এর ফলে ওখানে একটা ভ্যাট তৈরি হচ্ছে। আর বহুতল ভবনের জঞ্জাল তাদেরই নীচে এসে নির্দিষ্ট গাড়িতে দিতে হবে।

লেন্স বার্তা

বন্ধু এক আশা সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ইউয়ান রেস্তরাঁর সহযোগিতায় মহানগরে প্রথমবার, বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে রেস্টুরেন্টের ওয়াশরুমে মহিলাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের বাক্স বসানো হল। এই সামাজিক উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মল্লিকা ব্যানার্জী, শান্তি দাস বসাক, ইউয়ান রেস্তরাঁর কর্ণধার অঞ্জনা দত্ত, বন্ধু এক আশা সংগঠনের সভাপতি প্রীতম সরকার, সম্পাদিকা নূপুর রায় ও সমাজকর্মী বিপ্লব চক্রবর্তী। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত চ্যাটার্জী।

দোল পূর্ণিমার দিন পুরোনো রীতিকে মনে রাখবার জন্য চেতলা হিন্দ সঙ্ঘের নবীন সদস্যরা নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের এবং ঈশ্বর সংকল্পের বিশেষ মানুষদের পায়ে আবির দিয়ে তাঁদের দোল উৎসব পালন করে।

রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা কাঁকুড়গাছি এবং কালীঘাটের অ্যানোন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে নারী দিবস পালন করা হয় করা হয় অ্যানোন ক্লাব প্রাঙ্গণে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়াও কিভাবে মহিলাদের মানসিক সুস্থ থাকা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয় এবং একটি স্যানেটরি ন্যাপকিনের মেশিনও বসানো হয়। ছবি : অভিজিৎ কর

বিবেক নিকেতনে সোনাঝুড়ি হাটে বসন্তোৎসব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামালির বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছিল বাউল উৎসব ও সোনাঝুড়ি হাট। সমাপ্তি হল দোলযাত্রার শুভক্ষণে। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমতি এবং ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এবং মিডিয়া পার্টনার আলিপুর বার্তার সহযোগিতায় প্রথম বছরের এই উদ্যোগ ১৬ আনা সফল হয়েছে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

৪ মার্চ বিকাল ৪টায় সোনাঝুড়ি হাটের মঞ্চে বাউল উৎসব ও সোনাঝুড়ি হাটের প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধন করে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হস্তশিল্পী প্রীতিকণা গোস্বামী। স্বাগত বক্তব্যে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ বলেন, দুঃস্থ হস্তশিল্পীদের পাশে থাকতে এবং বাংলার প্রাচীন লোক সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করতে এই উদ্যোগ। সফল হলে আগামী দিনে এখানে সাপ্তাহিক হাট এবং পৃথকভাবে বাউল মেলার আয়োজন করা হবে। ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর রাজর্ষি দাস বলেন, বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৭০ জন হস্তশিল্পী এই সোনাঝুড়ি হাটে অংশ নিচ্ছেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা ড. প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ড. বিজন মণ্ডল, সোপানের সম্পাদক অধ্যাপিকা ড. শারদা মণ্ডল, অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ড. দীপ বড়পণ্ডা প্রমুখ। উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে পটের গান পরিবেশন করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আবেদ চিত্রকর ও সায়রা চিত্রকর।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পী সুশান্ত বাউল, তন্দ্রা আচার্য্য, রাজা মণ্ডল বাউল গান পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নেন।

দ্বিতীয় দিন সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার : বাংলার হস্তশিল্পীদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শিল্প বিশেষজ্ঞ স্নেহাংশুশেখর দাস। শ্রী দাসের অভিজ্ঞ বক্তব্য, পরামর্শ ও হস্তশিল্পীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সেমিনারটি সার্থক রূপ নেয়। সরাসরি কথোপকথনে উঠে আসে শিল্পীদের নানা সমস্যার কথা। সেমিনারের নির্যাস হল দুঃস্থ হস্তশিল্পী ও সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশে কোনোরকমে করা হস্তশিল্প নয়, ভবিষ্যত হোক সাবলম্বী হস্তশিল্পী ও যুগপোযোগী হস্তশিল্পের। শ্রীদাস চান হস্তশিল্পীদের গবেষণা, প্রশিক্ষণের গড়ে উঠুক এক স্থায়ী ঠিকানা। প্রণব গুহ বলেন, এই ঠিকানাই হয়ে উঠুক নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। তিনি বলেন, সমিতি সেইভাবেই চিন্তাভাবনা করছে। রাজর্ষী দাসও প্রণববাবুর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানান। পরিচালনায় ছিল নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায় ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। সন্ধ্যায় ছিল মৌমিতা নায়কের কণ্ঠে বাউল গান। তারপর বাংলার প্রাচীন অনবদ্য তরজা গানের লড়াই। অংশগ্রহণ করেন অজয় মণ্ডল ও উদয় মণ্ডল। দর্শক ও শ্রোতারা তরজা গানে মোহিত হয়ে যান। আর সোনাঝুড়ি হাটে ছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিকিকিনি। তৃতীয় দিন দুপুর থেকেই সোনাঝুড়ি হাট জমজমাট হয়ে ওঠে। অনেক বিশিষ্ট মানুষজন সপরিবারে মেলায় আসেন এবং কেনাকাটাও করেন। বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক কাজল দত্ত, প্রাক্তন জেলা কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন শিক্ষক সুপ্রিয় রায়, কবি সাহিত্যিক অভিজিৎ বেরা, শিক্ষক ও কবি স্বপন কুমার মান্না, সঞ্চিতা মেলার কর্ণধার স্বপন রায় সোনাঝুড়ি হাটে এসে মুগ্ধ হয়ে যান।

এদিন সাংস্কৃতিক মঞ্চে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান। পরিবেশন করে ঐকতান কালচারাল আকাদেমি। সুশান্ত পাল ও যূথিকা পালের পরিচালনায় নৃত্যশিল্পীরা দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

চতুর্থ এবং শেষ দিনে ছিল অভিনব বসন্তোৎসব উদযাপন। রাধাকৃষ্ণের পদযুগলে ভেষজ আবির দিয়ে শুরু হয় রং খেলা। হস্ত শিল্পী পুরুষ এবং মহিলারা হলুদ পাঞ্জাবী এবং হলুদ শাড়িতে রঙিন হয়ে ওঠেন। প্রণব গুহ, বাসবী চ্যাটার্জী, রাজর্ষি দাস পরস্পরকে আবির দিয়ে বরণ করে নেন। তারপর প্রখ্যাত বাউল শিল্পী খোকন দাস সকলকে মাতিয়ে দেন তার গান ও নাচের তালে তালে। শিল্পী আইভি চক্রবর্তী ও বাউল গানের সঙ্গে বসন্তোৎসবকে রাঙিয়ে দেন। অদ্ভুত এক ভালো লাগার আবেগ সকলের মনে প্রাণে জড়িয়ে যায়। ঐদিন রাত আটটা পর্যন্ত সোনাঝুড়ি হাট খোলা থাকে। হাট যখন ভাঙে উদ্যোক্তাদের মনও ভাঙে। চারদিনে সোনাঝুড়ি হাটের যে মিলন মেলায় সকলে মেতে ছিলাম হঠাৎই তা যেন শেষ হয়ে গেল। চারদিনে সোনাঝুনি হাটে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার শিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। যা খুবই আশা ব্যঞ্জক। তবে উদ্যোক্তারা আশাবাদী। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ বলেন, হয়তো মন খারাপ লাগছে। তবে শেষ বলে কিছু নেই। আবার আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। চারদিনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে সকলের দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী ও আলিপুরবার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক। ছবি : অরুণ লোধ

চলছে সেমিনার

মাঙ্গলিকী

এই সময়ের নব ধারাপাত এক সন্ধ্যায় দুটি প্রযোজনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ১ মার্চ তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত হল দুইটি প্রযোজনা। প্রথমটি সোনারপুর দৃশ্যম প্রযোজিত মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজীব সেন নির্দেশিত অনুনাটক 'পোকা মাকড়ের কটুম'। দ্বিতীয়টি থিয়েটার কর ইউ প্রযোজিত, ভাস্কর লাহিড়ি রচিত সুদীপ্ত সান্যাল নির্দেশিত নাটক 'প্রজাপতি হতে হতে'।

মোহিত বাবুর পোকা মাকড়ের কুটুম প্রান্তিক অবহেলিত মানুষদের নিয়ে একটি অনবদ্য মৌলিক রচনা। রাস্তাঘাটে আমরা দেখতে পাই কাগজ প্লাস্টিক বোতল কাঁচের বোতল আরও নানা রকম ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ডাস্টবিন ঘেঁটে ঘেঁটে বস্তায় পুরছে একদল মানুষ তাদের মধ্যে কাতু আর হাসি–র মর্মস্পর্শী জীবনালেখ্য আমরা দেখতে পেলাম।

এই অবহেলিত প্রান্তিক মানুষগুলো ওই সমস্ত ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র বেঁচে বর্তে কোন রকমে টিকে রয়েছে আমাদের এই শহরে। তাদের অনেকের মাথার উপর ছাদটুকুও নেই। বড় বড় বাড়ির আনাচে কানাচে বা গাড়ি বারান্দায় রাত কাটায়। আবার ভোর হলে সেই বস্তা নিয়ে ছোটা। এটাই ওদের প্রাত্যহিক জীবনের রোজনামচা।

কাতু অনেকদিন ধরেই এক কাজ করছে। হাসিও ওর সঙ্গে এসে যোগ দেয় নিজের পেট চালাবার জন্য। হাসিকে পানু ঘর সংসারের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু হাসি জানতে পারে গ্রামে পানুর বউ ছেলে মেয়ে আছে ব্যস আর যায় কোথা, পানুকে ছেড়ে জন্মের মতো চলে আসে। কাতুর থাকার একটা জায়গা আছে ওইখানে হাসির থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেয়। কাতু স্বপ্নও দেখে হাসিকেও স্বপ্ন দেখায়। লড়াই করার স্বপ্ন। ওরা খেটে খাওয়া মানুষের মিছিলে পা মেলায়। এখানেই নাটকটি শেষ হয়। বাকি টুকু দর্শকেরা ঠিক বুঝে নেবে। মোহিতবাবুর প্রান্তিক মানুষের রোজনামচা নিয়ে রচিত সামাজিক খণ্ড উপাখ্যান বড়ই মর্মস্পর্শী। রাজীব দক্ষ হাতেই নাটকটা প্রয়োগ করেছে। ওকে অনেকদিন ধরেই দেখছি, ওদের সাফল্য দেখলে মনে যেন এক আশার সঞ্চার হয়। নাটকের মূল চরিত্র কাতু ওরফে কৌশিক মুখার্জী এবং হাসি ওরফে কবরী রায় দুজনেই ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। তবে কবরী অনেক লম্বা দৌড়ের ঘোড়া।

আর ব্রাহ্মণ চরিত্রে দীপক চ্যাটার্জী এবং পানু চরিত্রে অমিত গাঙ্গুলী কাজ চালিয়ে দিয়েছে। সলিল চৌধুরীর গানটি সপ্রযুক্ত হয়েছে। পথই বেঁধে দিতে পারে বন্ধনহীন গ্রন্থী। রাজীবের আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম। ওদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। দ্বিতীয় নাটক 'প্রজাপতি হতে হতে'। রচনা ভাস্কর লাহিড়ি, নির্দেশনা সুদীপ্ত সান্যাল।

নাটকটি এক কথায় এই অস্থির যুগের নব ধারাপাত। গুরু গম্ভীর স্ক্রিপ্ট, সংলাপ এবং অভিনয় যেন এক ত্রিবেণী সঙ্গম। বর্তমান পৃথিবীটা যেন অতি দ্রুত বদলে বদলে যাচ্ছে। দুটি বছর অতিমারী আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের অন্তঃসারশূন্যতা। সমগ্র বিশ্ব যেন সন্ত্রাসে মদতপুষ্ট ফায়দাবাজদের কর্মশালা। তার মধ্যে বাজার অর্থনীতির দুরবস্থা, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলা অর্থনৈতিক মন্দা, অস্থির রাজনৈতিক বাতাবরণ মানুষকে করে তুলেছে দিশেহারা। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে ধৈর্য, সংযম ও মানবিক মূল্যবোধ। কোন এক পণ্ডিত বলে গিয়েছিলেন লাইফ ইজ এ গেম অফ সকার। এখানে পাশ কাটিয়ে, ড্রিবল করে দরকার হলে ল্যাং মেরে তোমাকে জালে বলটা ঢোকাতেই হবে। স্কাই ইজ ইওর লিমিট। ইত্যাদি প্রভৃতি। শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ অব্যবস্থা দুর্নীতি সেই সঙ্গে অভিভাবকের তথা বাবা মায়ের প্রত্যাশার পারদ উর্ধ্বমুখী হতে হতে আকাশ ছুঁতে চলেছে। ফল হয়েছে মারাত্মক। ছাত্রছাত্রীদের শৈশব হারিয়ে গিয়েছে বহুদিন। তবুও সেই ট্রাডিশন একটুকুও বদলায়নি। সমানে চলেছে অনিয়ন্ত্রিত ইঁদুর দৌড়। বর্ণমালার মতন কচি কুসুমরা পাপড়ি মেলতে পারছে না। সমাজের যূপকাষ্ঠে তারা যেন বলির পাঠা। একটা সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন 'বিশ্বের অধিকাংশ বাবা মায়েরা বাবা মা হয়ে ওঠার উপযুক্ত কিনা এই বিষয়ে। নাটকে দুএকটি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও অভিনয় সেটাকে অনেকাংশেই পুষিয়ে দিয়েছে।

অভিনয় যার কথা প্রথমেই বলতে হয় মাস্টার চরিত্রে সুব্রত ঘোষের প্রাণবন্ত অভিনয়। অভিনয় না করে অভিনয় করা, কাজটি দুরূহ বটে সন্দেহ নেই। তবে সুব্রত বাবু পুরানো চাল, সুতরাং ভাতে বাড়বেই। ডঃ ঘটক চরিত্রে প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত সিরিয়াস চরিত্রায়ণে বরাবরই সাবলীল। বৃদ্ধ ডাক্তারের কন্ঠে যুবকের দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কণা চরিত্রে মনীষা সেন এবং অরুণ চরিত্রে নির্দেশক সুদীপ্ত ঘোষাল দুজনেই অপ্রতিভ ও সংযত অভিনয় করে দেখালো।

সাংবাদিক চরিত্রে আদিত্য মজুমদার এখন অনেক পরিশীলিত শিল্পী। পরিশেষে বর্ণমালার ভূমিকায় স্বাগতা সেন নিজেকে ভেঙে এ যুগের বর্ণমালা হয়ে উঠলো। ওকে আমার কুর্নিশ।

আলোকসম্পাতে বাবলু সরকার এখন অতি পরিচিত নাম। সন্দীপের আবহ প্রক্ষেপণও মন্দ নয়। অভিজিৎ এর মঞ্চসজ্জা ভালো লেগেছে। উৎপল দত্ত বলেছিলেন কমেডি চরিত্র নাটকে দর্শকের রিলিফের কাজ করে। একটানা ভারি ভারি কথা দর্শক বেশিক্ষণ নিতে পারে না। তবুও বলছি অযথা কমেডি চরিত্র এনে নাটকটাকে যেন লঘু না করা হয়। সংলাপের একটু সরলীকরণ দরকার ছিল। শিফটার নেই কেন? এটা দরকার। সুদীপ্ত ও আদিত্যের পোশাক বড় ক্যাজুয়াল লেগেছে।

৭তম হেভেন'এর মহিলা দিবস ও হোলি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭তম হেভেন কলকাতার তরুণ এবং উৎসাহী মহিলা ফুড ব্লগারদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন করল। সেভেন হেভেন হল ভারতের বৃহত্তম বেকারি এবং ক্যাফে চেইনগুলির মধ্যে একটি, যেখানে লাইভ রান্নাঘরের ধারণা, তাজা বেকড কেক এবং ডেজার্ট প্রস্তুত করা হয়। এনাদের ২৫০টিরও বেশি আউটলেট সহ ১১০টি শহরে উপস্থিতি রয়েছে। হোলি এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসের যৌথ উপলক্ষ্যে, দলটি নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তাদের পথভ্রষ্ট যাত্রা এবং সমাজের প্রতি অবদানের জন্য।

অনুষ্ঠানটি সাউথ সিটি মল থেকে হাঁটার দূরত্বে নতুন খোলা সাউথ সিটি আউটলেটে, শহরের চারপাশের তরুণ, আবেগপ্রবণ এবং গতিশীল মহিলা ফুড ব্লগারদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের জন্য কাস্টমাইজ করা মানুষের পছন্দের পানীয় এবং মিষ্টান্নগুলির একটি বিস্তৃত পরিসরের অফার করে হোলির চেতনাকে উন্নীত করা ছিল উদযাপনের পিছনে ধারণা। দলটি কিছু প্রাণবন্ত এবং রঙিন হোলি–থিমযুক্ত হ্যাম্পারও উপহার দিয়েছে এবং আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে। তারা নিশ্চিত করেছে যে গ্রাহকরা তাদের দরজা দিয়ে পা রাখার মুহূর্তে, তারা বাতাসে উৎসবের আমেজ অনুভব করে এবং খুব সাশ্রয়ী মূল্যে তাদের কাস্টমাইজ'ড ডেজার্টের সুস্বাদু পরিসরে লিপ্ত হবে।

উৎসাহী এবং অভিজ্ঞ পেশাদারদের এই দলটি তাদের সমস্ত ক্লায়েন্টদের কাছে তাদের লাইভ রান্নাঘরে প্রস্তুত করা আনন্দের তাজা বেকড স্লাইস পরিবেশন করার জন্য গর্ববোধ করে। নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং মানুষের মঙ্গল তাদের মনের অগ্রভাগে রেখে, ৭ হেভেন কলকাতা স্টাইলে বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি উদযাপন চালিয়ে যেতে উৎসাহী। কলকাতার রন্ধনসম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপে একটি প্রিয় ব্র্যান্ড হিসাবে, গুণমান, উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি ৭ হেভেন কলকাতার প্রতিশ্রুতি অটুট। তাদের সল্টলেক আউটলেটের বার্ষিকী এবং অন্যান্য বিস্ময় সহ তাদের আসন্ন ইভেন্টের ক্যালেন্ডার, সমস্ত বয়সের দর্শকদের আনন্দিত এবং বিমোহিত করার প্রতিশ্রুতি দেবে।

৭ম হেভেন কলকাতার মালিক, ঋষভ সাধুখাঁ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস হল বিশ্বব্যাপী নারীদের দ্বারা করা উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং অবদানের একটি মহৎ উদযাপন, তাদের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই শুভ দিনটি শুধুমাত্র সমাজে মহিলাদের অপরিহার্য ভূমিকাকে স্বীকার করে না, বরং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। যখন আমরা নারীদের শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা উদযাপন করি, তখন আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের কারণে বিশ্বটি অনেক উজ্জ্বল জায়গা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের সীমাহীন প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সম্মান করার একটি উপযুক্ত সুযোগ আজ। এই উদযাপনে হোলির প্রাণবন্ত রং যোগ করা আনন্দ, একতা এবং ভালবাসার একটি নিখুঁত মিশ্রণ তৈরি করে।

৭ম হেভেন কলকাতায়, আমরা শুধুমাত্র এই বিশেষ দিনে নয়, সারা বছর জুড়ে মহিলাদের অর্জন উদযাপন করতে নিবেদিত। আমরা আমাদের গ্রাহকদের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া চাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও সমর্থন করে এমন আরও উত্তেজনাপূর্ণ উদ্যোগ প্রবর্তনের জন্য উন্মুখ।

নারী দিবসে শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ নেহরু যুব কেন্দ্রের সহযোগিতায় ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে বেহালার সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপের বিবেক ভবনে একটি 'নারী সম্মাননা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেহালার স্বনামধন্য সংগঠন 'শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র'। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার বুকে বছরভর নারীদের নিয়ে নানারকম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত এই সংগঠনের আজকের এই সম্মাননা মঞ্চে 'আজকের নারী' শীর্ষক একটি আলোচনার পাশাপাশি সম্মানজ্ঞাপন করা হয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী নারীদের। সম্মানিতের তালিকায় ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা সোনালী মুখোপাধ্যায়, সংগীত ভারতী দীপশ্রী, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসক ডা.দেবযানী ভট্টাচার্য, মানব ভারতী ড.বলাকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষিকা অনন্যা ভট্টাচার্য, সাংবাদিক নবনীতা দত্তগুপ্ত এবং স্বনামধন্য সমাজকর্মী অর্চিতা দাস। বেহালার শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্রের অধ্যক্ষা নৃত্যগুরু শ্রাবণী রায়ের পরিচালনায় ও স্থানীয় উইমেন্স ক্রিয়েশনের বিশেষ সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস দাস ও অন্যান্য বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে শ্বেতা মোদকের ডিমওয়ালা ও ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঁশরী এই দু'টি নারী উদ্যোগকেও বিশেষ সম্মান জানানো হয়। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সব বয়সের মেয়েদের সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কখনও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, কখনও দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়ে কিংবা একেবারে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা উন্মেষের সঙ্গে আত্মবিকাশের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র। শুধুমাত্র নাচগান শেখা আর বছরান্তে একটি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নয়। বহু বছর ধরে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নারীকে স্বনির্ভর হওয়ার পথদেখিয়ে যাচ্ছে এই শ্রাবন্তী কলাকেন্দ্র। সংগঠনের অন্যতন সদস্য তাপস রায়ের সঞ্চালনায় এদিনের অনুষ্ঠানে বরাবর উঠে আসে নারীদের সেই এগিয়ে থাকার ও এগিয়ে রাখার কথা। এবার থেকে মহিলা ডাক্তারকে আর ডাক্তারবাবু নয় ডাক্তারদিদি বলা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর রূপায়ণে অর্চিতা দাস সহ উইমেন্স ক্রিয়েশনের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

নারী দিবসে রোটারি ক্লাবের শ্রদ্ধা নারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কল্যাণ রায়চৌধুরী : আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে সকল নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা এন্ডেভার–এর পক্ষ থেকে বাগবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে যারা জীবনের কঠিন যুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন এরকম দশজন নারীকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সভাপতি রুবিনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। রুবিনা তার বক্তব্যে বলেন, 'নারীদের কেবল সম্মানের সাথে সমাজে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান নয়, তাদের নিজেদের শরীরের সুস্থতা এবং সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করানোই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।' মেয়েদের অনুচ্চারিত ঋতুকথা মেয়েরা যেন নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারে। তাদের অসুবিধার কথা বলতে পারে এবং কুসংস্কারের উর্ধে উঠে তারাও যেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। অনুষ্ঠানে এই বার্তা তুলে ধরেন ডাঃ রিনা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে যে দশজন নারীকে সম্মানিত করা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামিনী দাস, রীণা প্রামাণিক, মালতী মণ্ডল, মমতা খান্দ, শ্বাশ্বতী দাস প্রমুখ।

মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের অনুষ্ঠান

অভিজিৎ গুপ্ত : শিল্পী এবং কবি দীপ্তি রায়ের সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে নলিনী গুহ সভাগৃহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ১৮ ফেব্রয়ারি। সভাপতি কমল দে সিকদার বলেন বর্তমানে নানাভাবে বাংলা ভাষার অবমাননা হয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা–চিন্তা করার প্রয়োজন। কবি কৃষ্ণা বসু বলেন প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের শেষটুকু দিয়েও বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখবো। কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেন জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। আমরা সব মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক পৃথ্বিরাজ সেন ২১ ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ১৯ মে দিনটিও পালনে জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। সাহিত্যিক সাহা এবং অধ্যাত্মিক গবেষক পরিব্রাজক গৌতম বিশ্বাস বাংলা ভাষা প্রচার এবং প্রসারে সকলকে উদ্যোগী হবার পরামর্শ দেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা প্রসার পরিষদের সম্পাদক সাহিত্যিক সঞ্জীব কুমার রাহা আবেদন করে বাংলাভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে অফিস বাড়ি দোকান এবং সর্বত্র বাংলা ভাষার সাইন বোর্ড ব্যবহার করা হোক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পর্ণা ব্যানার্জী, শাশ্বতী ব্যানার্জী, দীপ্তি রায় এবং স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জী। দীপান্বিতা বসু সরকার এবং প্রদীপ দাশগুপ্তের আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে।

কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন কবি কমল দে সিকদার, অরুণ কুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু, তাপস সাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, কুণাল সেনগুপ্ত, জিয়াউল সেখ, পিনাকী বসু, গীতশ্রী সাহা, সর্বাণী ঘোষ, চন্দনা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রানী মিশ্র, সজল শ্যাম, ওথেলো হক, নির্মাল্য ব্যানার্জী, সঞ্জীব কুমার রাহা, মৃগেন সরকার প্রমুখ। অসাধারণ সঞ্চালনা করেন শুভঙ্কর বিশ্বাস।

নারীকে সম্মান জানাতে নারীদিবস নয়, দরকার মনোভাবের পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ ঘোষণা করবার পর থেকেই সারা বিশ্বের সঙ্গে আমরাও আমাদের দেশে নারী দিবস উদযাপন করা শুরু করেছি। বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে এই দিনটা উদযাপিত হলেও গত ৮ মার্চ ২০২৩ বারাসাত শহরের হৃদয়পুর এলাকায় এই দিনে এক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি পালন করলো হৃদয়পুর শহিদ ক্ষুদিরাম বসু গ্রন্থাগার। এলাকার প্রায় জনা পঞ্চাশেক শ্রমজীবী মহিলা যারা নিজেদের সংসার প্রতিপালন এর সাথে আরো কয়েকটি পরিবারে ঠিকে কাজ, গৃহ পরিচারিকার কাজ, টোটো চালকের কাজ করে সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন তেমন মহিলাদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার কমিটি এই দিনটি পালন করে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজকের প্রেক্ষাপটে নারী দিবস পালনের তাৎপর্য বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট লেখক ও বিজ্ঞান–পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব সুরেশ কুন্ডু, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সোমা ভদ্ররায়, প্রকৃতি প্রেমিক বিজ্ঞান মনস্ক আশিস দাঁ, বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন এর অন্যতম মুখ শিক্ষক অরিন্দম দে, সমাজ মনস্ক ও সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম দুই মুখ রত্না চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী চন্দনা। প্রত্যেকেই তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেন নারীদের সম্মান জানাতে পৃথক দিবসের প্রয়োজন নেই। দরকার ধর্ম, সমাজ সংসারের নেতা বাচক দৃষ্টি থেকে সরে এসে নারীদের মানুষ হিসাবে ভাবাটাই জরুরি। এদিনের এই কর্মসূচিতে ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক অশোক মজুমদার জানান নারীরাই সৃজনের মূল। সযত্নে তাদের প্রতিপালনের মধ্যদিয়ে পুরুষের সমান সাহচর্যে সমাজ সঠিক পথের দিশা দেখতে পাবে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সোমা সরকার।

বিশেষ শিশুদের বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যাঁ, এই অসম্ভবও সম্ভব। খোদ এই কলকাতাই সাক্ষী থাকল এরকমই এক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার, আর এই অসম্ভব সুন্দর প্রচেষ্টার কান্ডারী 'শারদীয়া'। আট থেকে আশির মিলনক্ষেত্রের নামই 'শারদীয়া পরিবার', নিজেদের কাজের গন্ডি পেরিয়ে যাঁদের ব্রত সারাবছর চির অবহেলিত পথশিশু, দুঃস্থশিশু, অনাথশিশুদের পাশে দাঁড়ানো। বিশেষ শিশু, দৃষ্টিহীন ভাইবোন আর এই পথশিশুদের কঠিন জীবনযুদ্ধে সমাজে তাদের এগিয়ে দেওয়ার প্রয়াস যারা সারাবছর অবিশ্রান্তভাবে করে চলেছে তারাই এই 'শারদীয়া'। না, কোনো কেমিক্যাল রং নয় হরেকরকম ফুলই ছিল এই উসবের অভিনবত্ব। এদিন মর্নিং গ্লোরি ইন্টিগ্রেটেড স্কুলের বিশেষ শিশুদের সাথে ফুল দিয়েই বসন্ত উৎসবে মাতেন শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা । এটি প্রথম বর্ষ নয়, গত তিনটি বসন্ত ধরে এই দিনটিতে এই বিশেষ শিশুগুলির জীবনও রঙিন হয়ে উঠেছে 'শারদীয়া'–র হাত ধরে । গন্ধ আর স্পর্শকে হাতিয়ার করে গোটা উৎসব চত্বর জুড়ে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আরও হরেক রকম ফুলের হোলিতে মাতে এই বিশেষ পড়ুয়ারা আর এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হয় শারদীয়া পরিবারের সদস্যরা । রঙের ডালি নয়, ফুলের ডালি দিয়ে বরিত এই উৎসবের জন্য গোটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে শারদীয়ার সকলে। শারদীয়ার অন্যতম সদস্য সৌমন কুমার সাহা বলেন আজকাল বসন্ত মানে শুধুই কেমিক্যাল রং বা আবীর। কিন্তু বসন্ত উৎসব তো শুধু এই বাহ্যিক রঙের দিন নয়, মনটাকে নতুন করে রাঙিয়ে নেওয়াটাতেই এই দিনটার সার্থকতা। তাই কোনো কেমিক্যাল রং নয়, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার 'ফুল' দিয়ে বিগত বছর গুলোর মতো এই বছরও 'বসন্ত উৎসব' পালন করলাম আমরা । এই মনুষ্যকূলে যারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টায় ছিল আমাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল সঙ্গীতা চক্রবর্তীর পরিচালনায় সুরেশ নৃত্যাঙ্গনের ছাত্র ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনা এবং সংযোগ ও সম্প্রীতি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও মর্নিং গ্লোরি ইন্টিগ্রেটেড স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সুরের ধ্বনি বসন্তের রং ছড়িয়েছে সবার মনে। এই বিশেষ দিনটি যাঁরা এই শিশুগুলির মধ্যে উপস্থিত থেকে ওদের সাথে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠলেন, ভাগ করে নিলেন নিজেদের মূল্যবান সময়, তাদের সকলকে মর্নিং গ্লোরি ইন্টিগ্রেটেড স্কুলের প্রধান এবং এই অনুষ্ঠানের প্রধান কাণ্ডারি রাজীব সেনগুপ্ত ধন্যবাদ এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য সকলকে অভিবাদন জানান। তিনি বলেন এবার আমাদের স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন, সারা বছর ধরে অনেক অনুষ্ঠান চলবে। আজকের অনুষ্ঠান আমাদের এই উদযাপনে এক অন্য মাত্রা এনে দিল।'

গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অমৃতলাল পাড়ুই প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির কর্মকাণ্ড জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানাভাবে আজও লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাচ্ছে। পশ্চিম পুটিয়ারী–হরিদেবপুর–ঠাকুরপুকুর অঞ্চলকে নিয়ে বার্ষিক সাহিত্য সমাবেশের উদ্যোগ নিয়েছিল, তারুণ্য, কচিকাঁচা সবুজসাথী, আকাশ বলাকা, শুভ প্রত্যাশা, যুগ সাগ্নিক প্রভৃতি পত্রিকা। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার তরুণ দলের দোতলায় বার্ষিক সাহিত্য সমাবেশের আসর বসে ছিল। হাজির ছিলেন দঃ২৪ পরগণা, হাওড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের অনেক সাহিত্য প্রেমী মানুষজন। এটি ছিল এঁদের ২৪ তম বার্ষিক সভা। ২০২০–২০২২ সালে কোভিড পরিস্থিতির কারণে এই উদ্যোগে ছেদ পড়েছিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই মহাশয়ের জীবনাবসান ঘটেছে ২০২০ সালে, এবং এর ফলে সমিতির সক্রিয় ভূমিকায় শৈথিল্য দেখা দিলেও, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের (শিরাকোল–ফতেপুর–ফলতা–মাথুর–ডায়মণ্ড হারবার–কাকদ্বীপ–নামখানা–কুলপী–রায়দিঘী প্রমুখ) উৎসাহী সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি এই উদ্যমকে ঝিমিয়ে পড়তে দেয়নি । হাজির ছিলেন বহু লেখক ও সম্পাদক ।

সাদা–কালোয় বিমূর্ত নিসর্গ

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার বিআরপানেসার গ্যালারিতে হয়ে গেল বিশ্বরূপ চৌধুরীর ছবির প্রদর্শনী। স্ব–শিক্ষিত এই শিল্পীর কাজ প্রথা ভাঙ্গা। মূলত কালি, চারকোল আর পোস্টার কালারে করা সাদাকালো নিসর্গচিত্রগুলি মনে গেঁথে যায়। ১ মার্চ সন্ধ্যাবেলা প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী মমতাশঙ্কর এবং চিকিৎসাবিদ ডাঃ বিনায়ক সেন। উভয়েই বিশ্বরূপের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মমতা শঙ্কর বলেন – ফর্ম বা রূপ সবসময় সত্যকে তুলে ধরে। বিশ্বরূপের কাজে সেই সত্য বেশ উজ্জ্বল। ডাঃ বিনায়ক সেন বলেন – জাগতিক যা কিছু বিশ্বরূপের ছবিতে ফুটে উঠেছে – কাক, কুকুর, সাইকেল, ক্লান্ত ডানামেলা শকুন ও মানুষ – তা যেন আমাদের ইতিহাসের সাক্ষী। ছবি আঁকার তাড়না যে একজন সৃজনশিল্পীকে এগিয়ে নেয়, সৃজনকর্মপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে, তা বেশ বোঝা যায় বিশ্বরূপের কাজে। পেশায় ব্যস্ত এক হাসপাতালের সর্বক্ষণের এই কর্মী হাসপাতালেই রাতের গভীরে মেলে বসেন কালি–কলম–কাগজ। ওঁর সৃজনের পেছনে তাই রয়েছে মুহূর্তের সহজ–সাবলীল ভালো লাগা আর উতল আবেগ।এই জন্যেই সৃজন হয়েছে সুললিত, সুন্দর। সেই সহজ–প্রাণবন্ত আবেগের সাংগীতিক মূর্ছনা দর্শককে আলোড়িত ও স্পন্দিত করে। আমাদের দেখা কাছের–দূরের বাংলার নিসর্গ, খেজুর গাছের সারি, কুয়াশাধূসর ভোরের শিশিরভেজা ঘাস, মরচে ধরা সাইকেল, মজা নদীর পাড়ে ডাঁই করা নৌকো, রাস্তার সারমেয়র দল, শীতরাতের আলো–আঁধারির নিসর্গ সব যেন ছেনে তুলে এনেছেন তিনি। গ্যালারির দেওয়ালে দেওয়ালে সেই চেনা–অচেনা নিসর্গের রূপ। শিল্পী ব্যবহার করেন সূক্ষ্মরেখার সরল বিভাজক। ব্রাশে শুকনো রং চুবিয়ে কাগজে ছোপ দিতে দিতে শিল্পী অগ্রসর হন। কখনো হাসপাতালের ওষুধের ড্রপার ব্যবহার করেন দুহাতে, তীব্র গতিতে। সেই গতি আমরা অনুভব করি। এভাবে নানা নিরীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চিত্রকর্ম। যেন ছাপচিত্রের মতো একই চিত্রপটে দু–তিনটি বুনটের রূপাঞ্জলি। সে–কাজে শুধু চোখ তৃপ্ত হয় না, মনও ভরে। প্রথাগত শিল্প শিক্ষায় টেকনিক অনেক সময় হয়ে ওঠে মুখ্য সৃষ্টির ফুল, সেখানে আবেগের মাধুর্যে ফোটে না। এই শিল্পীর নেই সেই সীমাবদ্ধতা। মাটির সোঁদা গন্ধ বুঝি ভেসে আসে ঐ হ্যান্ডমেড পেপার থেকে।

আঁতস কাঁচে

সুপার কাপ

আসন্ন সুপার কাপে কলকাতার দুই প্রধান দুই আলাদা গ্রুপে থাকছে। ৮ এপ্রিল থেকে সুপার লিগের গ্রুপ পর্ব শুরু হবে। এর বি' গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি ও সি' গ্রুপে রয়েছে এটিকে মোহনবাগান। লাল-হলুদের প্রথম ম্যাচ ৯ এপ্রিল ও সবুজ-মেরুনের প্রথম ম্যাচ পরের দিন অর্থাৎ ১০ এপ্রিল। ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে রয়েছে হায়দরাবাদ এফসি, ওড়িশা এফসি এবং বাছাই পর্ব থেকে উঠে আসা আই লিগের একটি দল। এটিকে মোহনবাগানের গ্রুপে রয়েছে এফসি গোয়া, জামশেদপুর এফসি ও বাছাই পর্ব থেকে উঠে আসা একটি দল।

লড়াইয়ে বাগান

হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে গিয়ে গোলশূন্য ড্র করে ফিরল এটিকে মোহনবাগান। ফলে, ঘরের মাঠে সমর্থকদের ভরপুর গ্যালারিতে এক গোল করলেই ফাইনালের দরজা খুলে যাবে ফেরান্দোর ছেলেদের। সেই ম্যাচ জিতলে, গতবারের মধুর বদলাও নেওয়া হয়ে যাবে এটিকের। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৩ মার্চ ফের মুখোমুখি এটিকে মোহনবাগান ও হায়দরাবাদ।

শুরুতে নেই

৩১ মার্চ শুরু আইপিএল। তার আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের মাথায় দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আইপিএলে প্রথম থেকে যোগ দিতে পারবেন না বলেই জানা গেছে। প্রোটিয়াদের নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ খেলার কথা আছে। তারপর আসবেন প্রোটিয়ারা। দক্ষিণ আফ্রিকার দলে থাকার জন্য প্রায় ৯ জন খেলোয়াড় আইপিএলের শুরুর দিকের বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। সেই তালিকায় আছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়ক এডেন মার্করামও।

রেকর্ড দর্শক

কে বলে টেস্ট ম্যাচের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে! আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম গোটা বিশ্বকে দেখাল একেবারে উল্টো ছবি। গ্যালারি জুড়ে ঠাসা দর্শক। প্রথম দিন নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন এক লাখ সমর্থক। অ্যাশেজের বক্সিং ডে টেস্টে মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই ছিল সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ড। উপস্থিত ছিলেন ৯১ হাজার ৯২ জন সমর্থক। সব রেকর্ডই এবার ভেঙে দিল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

দোহায় অস্ত্রোপচার

গোড়ালির চোটের কারণে চলতি মরসুমেই আর খেলা হবে না ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমারের। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি লিগ ওয়ানের ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। পিএসজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেইমারের অস্ত্রোপচার করার দরকার। তা হলে তিন থেকে চার মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে নেইমারকে।

দলগঠন নিয়ে চাপানউতোর শুরু ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা ও ইনভেস্টর গ্রুপের

সুমনা মণ্ডল

আগামী মরসুমের জন্য ভাল দল গড়তে পরিকল্পনা সাজানো নাকি শুধুই সাজানো পরিকল্পনা? বছরের পর বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্মকর্তা বনাম ইনভেস্টর ঝামেলার ধারাবাহিক কাহিনির মতোই মরসুম শেষ থেকেই চাপানউতোর শুরু হল। যা নিয়ে সমাজ মাধ্যমে প্রশ্ন তুলতে শুরু করল ক্লাব অন্তপ্রাণ সমর্থকরাই। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের অভিযান শেষ হয়েছে ঠিকই, মরসুম এখনো শেষ হয়নি। এরমধ্যেই আচমকাই ইমামি কর্তাদের জন্য আগামী মরসুমে কেমন দল হতে পারে, কাকে কাকে নেওয়া উচিত, কোন কোচকে আনা যেতে পারে তার তালিকা পাঠিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা। যা পেয়ে রীতিমতো অবাক ইমামি গোষ্ঠী। এরমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও যায় সেই তালিকা। দলগঠনে সাধারণত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। সই বা চুক্তি হওয়ার পরই তা প্রকাশ্যে আনা হয়। কিন্তু

এভাবে নতুন মরসুমের তালিকা আচমকা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যাওয়ায় রীতিমতো বিস্মিত যেমন ইমামির কর্তারা, তেমনই অবাক সমর্থকরাও। অবশ্য ইমামির পক্ষ থেকে এই তালিকা পাওয়ার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

তবে এমন তালিকায় যে সব খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে অসন্তুষ্ট যে ইমামি কর্তারা, তাও স্পষ্ট তাদের বিবৃতিতে। যেখানে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, এমন তালিকার ওপর নির্ভর করে কোনো কোচ ও ফুটবলার নিয়োগ নির্ভর করে না। টেকনিক্যাল সহ নানা দিক দেখেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া করা হয়। তবে শুধু দল গঠন নিয়ে নয়, ইনভেস্টর বনাম ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে এসেছে বোর্ড মিটিং করা নিয়েই। ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের দাবি, বারবার জানিয়েও বোর্ড মিটিংয়ের তারিখ জানায়নি ইনভেস্টররা।

অন্যদিকে, ইনভেস্টররাও জানিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের থেকে সময় চাওয়া হয়েছে, তাঁরা সময় দিতে না পারার জন্যই বোর্ড মিটিং করা যাচ্ছে না। দু'পক্ষের মধ্যে যে কোনো মধ্যস্থতা নেই তা ভালই বুঝতে পারছেন না লাল হলুদ সমর্থকরা। তবে ইনভেস্টরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলগঠন নিয়ে সব আপডেট এরপর জানিয়ে দেওয়া হবে। এখনো পর্যন্ত ক্লেইটন সিলভার সঙ্গেই চুক্তি বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর গ্রুপ। এখন দেখার বাকি কাদের নিতে পারে ইস্টভেস্টররা! নাকি চাপানউতোর অন্যদিকে মোড় নেবে মরসুম শেষেই!

দুই অধিনায়ককে ক্যাপ দিলেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী, মোতেরায় টেস্ট উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ডার গাভাসকর ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকল আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়াম। দুই দেশের দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি ঘিরে ম্যাচের আগে উৎসবমুখর ছিল মোতেরা। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া – দুই রাষ্ট্রর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে মোদী ও -অ্যালবানিজের এই সফর। খেলার মাঠেই সৌভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। মাঠের লড়াইয়ের আগে সেই বন্ধুত্বই দেখা গেল। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার আগেই স্টেডিয়ামে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে স্বাগত জানান গুজরাতের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ

সাঙ্ঘভি, বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। এরপর নরেন্দ্র মোদী নিজে গিয়ে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে স্বাগত জানান অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজকে। এরপর ছোট্ট অনুষ্ঠান হয়। ভারতীয় অধিনায়ক রোহিতকে টুপি দিয়ে অভিনন্দন জানান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী আর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যালবানিজ টুপি তুলে দেন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের হাতে। জল্পনা ছড়িয়েছিল, মোদী টসের কয়েন তুলবেন তা হয়নি। টস যেভাবে হয় নিয়ম মেনেই সেইভাবেই কয়েন তোলেন রোহিত শর্মা। বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকেও দুই প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ উপহার দেওয়া হয়। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মাঠ প্রদক্ষিণ করেন দুই প্রধানমন্ত্রী। এরপর তাঁরা একসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের আর্কাইভ ঘুরে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রবি শাস্ত্রী। এর আগে গত বছর জাতীয় গেমসের উদ্বোধনের সময় আহমেদাবাদের স্টেডিয়াম পরিদর্শন করলেও, সংস্কার হওয়া স্টেডিয়ামটিতে বসে তিনি এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) অধীনে স্টেডিয়ামে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। টেস্টের প্রথম দিনে গ্যালারিও ছিল প্রায় ভর্তি।

জাতীয় অসমশক্তি উত্তোলন প্রতিযোগিতায় জয়নগরের ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : ৫৭ বছর বয়সে নিজের অদম্য জেদ ও সাহসকে ভর করে জয়নগর মজিলপুরের ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস পাড়ি দিলেন নেপালের উদ্দেশে। আর তাঁর পাশে থেকে এই যাত্রার সাফল্য কামনা করলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সহ গোটা জয়নগরবাসী। জাতীয় অসমশক্তি উত্তোলন ২০২৩ এর প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে নেপালের কাঠমান্ডুতে। আগামী ১০ মার্চ থেকে ১৩মার্চ। আর এই প্রতিযোগিতার পাওয়ার লিফটিং এ ভারতের হয়ে অংশ নিতে তাঁর এই যাত্রা।

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের গহেরপুর বিবেকানন্দ সমিতির ব্যায়ামাগারে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করে চলেছেন তপন। গরিব ঘরের সন্তান হয়ে সামান্য জমিতে চাষাবাদকে সামনে রেখে নিজের জেদ ও অদম্য ইচ্ছায় আজ একজন সফল ব্যায়ামবীর তিনি। জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের মিড ডে মিলের রাঁধুনির কাজ করে অতি কষ্টে দিন গুজরান তাঁর। পরিবারে দুটি মেয়ে ও স্ত্রী। মেয়ে দুজনের বিয়ে দিয়েছেন এই চরম দারিদ্রতার মধ্যেও। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে ভেঙে পড়েননি তিনি। চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাধনার কাজ। ইতিমধ্যে রাজ্য স্তরে পাওয়ার লিফটিং এ ১২ বার প্রথম স্থানে ও ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিল তিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৯২ সালে কলকাতার বেলেঘাটা তরুণ সংঘের রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় ২য় এবং ১৯৯৮ সাল ও ২০০০ সালে হওয়া রাজ্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। গুরগাঁও শহরের বাদশাপুরে হওয়া জাতীয় বেঞ্চপ্রেস প্রতিযোগিতায় ৮০ কেজি ওজন তুলে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। বর্তমানে চরম দারিদ্রের ভেতরে থেকেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই তো নেপালের কাঠমান্ডুতে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। আর তাঁর এই সাফল্যের পেছনে তাঁর ক্লাব গহেরপুর বিবেকানন্দ সমিতিও এগিয়ে এসেছে। এগিয়ে এসেছেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। সবাই চায় তাঁর এই প্রতিভা দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের এক চিলতে ভাঙা ঘরে দাঁড়িয়ে নেপালে যাওয়ার ঠিক আগে বুধবার তিনি জানালেন তাঁর এই কাজের পাওয়া না পাওয়া সহ একাধিক বিষয়।সফল গরীব এই ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস কাঠমান্ডুতে যাবার আগে একরাশ আশা নিয়ে পাড়ি দিলেন জয়নগর থেকে। আর জয়নগরের মানুষ ও চান তাঁর এই আশা পূরণ হোক।

অন্নপূর্ণা ও মাকালু জয় পাড়ি দিচ্ছেন এভারেস্ট জয়ী পিয়ালি

মলয় সুর : সংসারের অভাবকে তুড়ি মেরে গত বছর এভারেস্ট জয় করে দেশবাসীর হৃদয় জিতে নেন পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক। আবার পাহাড় ডাকছে চন্দননগরের 'পাহাড়ি কন্যা'কে। এবার বিশ্বের পঞ্চম উচ্চ শৃঙ্গ মাকালু (৮৪৮১ মিটার) এবং দশম স্থানে থাকা অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) জয় করার সঙ্কল্প নেন তিনি। এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই জোড়া অভিযানের জন্য আগামী ১৪ মার্চ বাড়ি থেকে নেপালের বেস ক্যাম্পের দিকে রওনা হওয়ার কথা। পিয়ালি জানান, দুটি শৃঙ্গ জয়ে দু'মাস সময় লাগতে পারে। খরচ প্রায় ৩১ লাখ টাকা। এপ্রিলের প্রথম দিকে অন্নপূর্ণা এবং মে মাসের শুরুতে মাকালু যাত্রা শুরু হতে পারে। দুটি অভিযানেই তিনি দুটিতেই বিনা অক্সিজেনে করার ইচ্ছা রয়েছে। তবে এবারও বাদ সেধেছে সেই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। এ প্রসঙ্গে পিয়ালির কথায়, 'এভারেস্ট জয়ের জন্য নেওয়া ব্যাঙ্ক লোন এখনও শোধ হয়নি। তাই একটু চিন্তা তো আছেই। তবে বেশ কয়েকজন সহৃদয় মানুষ ও কিছু সংগঠন আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সর্বোপরি, বহু মানুষের ভালোবাসাই আমাকে আবারও শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ

জয় করার পরও রাজ্য কিংবা কেন্দ্র– কোনো তরফেই আর্থিক সহায়তা না পাওয়ার আক্ষেপও প্রকাশ করেন পিয়ালি। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর আয়োজিত রাজ্যের এভারেস্টজয়ীদের পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়। কিন্তু গত বছর পিয়ালি এভারেস্ট জয় করলেও ওই বছর সেই অনুষ্ঠানই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ও আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। মা স্বপ্না বসাক ও অসুস্থ বাবা তপন বসাক রয়েছেন। বোন তমালী চাকরির সূত্রে হায়দ্রাবাদে আছেন। বাবার ওষুধের খরচ জোগাতেই হিমশিম খেতে হয়। পিয়ালি চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষিকা। এভারেস্ট জয়ের পর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ডাক পড়েছে। উল্লেখ্য, স্কুল সামলে প্রশিক্ষণের সময় বের করা বা অভিযানের জন্য ছুটি পেতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানান।

সফল অস্ত্রোপচার বুমরাহর নেই এশিয়া কাপেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : সময় নষ্ট করার মতো আর হাতে সময় নেই। তাই তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার হয়ে গেল ভারতের পেস তারকা জসপ্রীত বুমরাহর। নিউজিল্যান্ডেই ক্রাইস্টচার্চের এক হাসপাতালে পিঠে সফল অস্ত্রোপচার হয় বুমরাহর। অস্ত্রোপচার করেছেন বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক্স সার্জেন রোয়ান স্কাউটেন। যিনি এর আগে জেমস প্যাটিনসন, জেসন বেহেরেনডর্ফ ও জোফ্রা আর্চারের অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তাই তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে বোর্ড। পিঠের চোটের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন তিনি। গত বছরের জুলাইয়ে পিঠের ব্যথায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে পারেননি বুমরাহ। গত টি২০ বিশ্বকাপে চোটে পড়ার পর ভারতের সব সিরিজ থেকেই তিনি একে একে বাদ পড়তে থাকেন। ফলে রোহিত শর্মার দল আসন্ন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যদি ওঠে, তাহলেও বুমরাহকে দলে পাওয়া যাবে না। এরমধ্যে আইপিএল থেকেও ছিটকে গেছেন তিনি। এবার পিঠের অস্ত্রোপচারের কারণে তাকে ছাড়াই এশিয়া কাপ খেলতে হবে বিরাট কোহলিদের, তাও নিশ্চিত। সফলভাবে এই অস্ত্রোপচার করা হলেও তাকে অন্তত ৬ মাস মাঠের বাইরে রাখার কথা জানিয়েছে চিকিৎসকরা। তবে যত দ্রুত সম্ভব বুমরাহকে মাঠে ফেরানোর চেষ্টা করছে ভারত। ঘরের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ, অক্টোবর-নভেম্বরে পুরো ফিট বুমরাহকে পেতে চায় বিসিসিআই। তাই দ্রুত এই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে তাকে খেলাবো, খেলাবো করেও দলের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় বোর্ড। বুমরাহ আসলে যে গতিতে বল করেন এবং তার যেরকম অ্যাকশন, তাতে ফের ওই জায়গায় ব্যথা লাগার সম্ভাবনা থেকেই যায়। জানুয়ারি মাসেই যখন মুম্বইতে ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করেন, তখনই অতিরিক্ত ওয়ার্কলোডে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তিনি। এরপরই স্ক্যান করা হয়। তা দেখেই দীর্ঘমেয়াদী এই চোটের একমাত্র অস্ত্রোপচারই যে সমাধান, সে কথা মেডিকেল বোর্ড জানাতেই নিউজিল্যান্ডের চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুমরাহর বিষয়ে যা বলার, সব ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলবে। হাসপাতাল কোনো বিবৃতি দেবে না।'

নৈশ ভলিবলে মাতল ঘোড়ানাশ

দেবাশিস রায়: শনিবার এক জমজমাট নৈশ ভলিবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে মেতে উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘোড়ানাশ এলাকা। জেলার কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের অধীনস্ত ঘোড়ানাশ উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আমরা ক'জন'-এর পরিচালনায় গভীর রাত পর্যন্ত আয়োজিত এই ভলিবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় মুস্থলী টিম। এই টুর্নামেন্টে কাটোয়া ১ এবং ২ নং ব্লক, দাঁইহাট, পাটুলি, করুই এবং মুস্থলী এলাকার টিমগুলি অংশগ্রহণ করেছিল। মোট ছ'টি টিম নিয়ে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের মজা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার জন্য শনিবার সন্ধ্যা থেকেই ঘোড়ানাশ স্কুল চত্বরে উৎসাহীদের ভিড় জমতে থাকে। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে মাঠে হাজির

হয়েছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষাল, দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ লাল্টু পাণ্ডে প্রমুখ বিশিষ্টজন। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এদিনের টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মুস্থলী ২-১ সেটে কাটোয়া ১ কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন মুস্থলীর সোমনাথ দাস। ঘোড়ানাশ এলাকার বাসিন্দা গৌরনাথ চক্রবর্তী বলেন, এখনতো ভলিবল খেলা আর দেখা যায় না বললেই চলে। অথচ দেড়-দু' দশক আগেও আমাদের পাশাপাশি এলাকায় বহু জায়গায় অনেকগুলি ভলিবল টিম ছিল। দীর্ঘদিন পর এলাকায় এই নৈশ ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন দেখে খুবই ভালো লাগল। গ্রামবাংলার মাটিতে ভলিবল খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে এধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মুম্বইয়ের বল হাতে জাদু দেখাচ্ছেন পার্ক সার্কাসের মেয়ে সাইকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কতই যে ছাই চাপা আগুন থাকে! কতদিন লেগে যায় জহুরির সে জহর চিনতে। সাইকা ইশাক! বাংলারই মেয়ে। বাড়ি পার্ক সার্কাসে। কতজনই বা জানতেন! কেই বা চিনতেন! এখন অসুবিধে আর হবে না। ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগের দৌলতে এই ক'দিনেই পরিচিত নাম হয়ে গেছে সাইকা। প্রথম ম্যাচেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে গুজরাতের বিরুদ্ধে ৩ ওভার হাত ঘুড়িয়ে ১টি মেডেন সহ মাত্র ১১ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নিয়েছিলেন বাংলার এই বোলার। দ্বিতীয় ম্যাচে আরসিবির বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপের মালিক এখন তিনি।

ছোটোবেলায় বয়েজ কাট চুল ছিল। টুপি পরলে ছেলে না মেয়ে বোঝা যেত না। দিব্যি ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠতেন সাইকা। সেখান থেকেই ক্রিকেট ভাললাগা। এরপর নেশা। ছোটোবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছেন। জেদও বেড়েছে সেই থেকে সাইকার। এখন ২৭ বছরের এই ক্রিকেটার তৃপ্ত বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে।

তিনি শুধু বলেতেই ঘূর্ণি জানেন এমন নয়। জীবনের পথেও নানা ঘূর্ণি সামলেছেন। জীবনে এমন একটা সময়ে এসেছিল যখন বাধ্য হয়ে ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু এমন সময় তিনি জাতীয় নির্বাচক মিঠু মুখার্জির নজরে চলে আসেন এবং তিনি তাঁকে পরামর্শ দেন স্পিন বোলিং কোচ শিবসাগর সিংয়ের কাছে গিয়ে নিজের বোলিং শেখার। এরপর আবার যেন মোড় আসে। প্রথমে তিনি কালীঘাট ক্লাবের মহিলা দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি অনূর্ধ্ব ১৯ এবং অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর ইন্ডিয়া গ্রিন, ইন্ডিয়া এ, এবং ইন্ডিয়া ডি, দলের হয়েও খেলেছেন। ২০১৮ সালে সাইকার জীবনে কঠিন সময় নেমে আসে। চোটের জন্য বাংলা দল থেকে ছিটকে যান। আবার লড়াই শুরু। ফিরে পান বাংলা দলের হারানো জায়গা। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ২৭ বছর বয়সি এই বাঁহাতি স্পিনারকে। ২০২১ ও ২০২২ মরসুমে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেন। সুযোগ আসে মহিলাদের চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে। পরপর দু'বছর তিনি চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে ভারতীয় ডি' এবং ভারতীয় এ' দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর ফিরে তাকাতে হয়নি। মুম্বই দলে বোলিং কোচ ঝুলন গোস্বামী। সাইকাকে হাতের তালুর মতো চেনেন। সাইকা বলেন, ঝুলুদি আমাকে আমার প্রথম ক্রিকেট কিট দিয়েছিল। ছোটোবেলা থেকেই তিনি আমাকে গাইড করেছেন এবং আমাকে সমর্থন করেছেন। আমার কেরিয়ারে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে।' শুধু এই লিগেই নয়, সাইকার স্বপ্ন এখন জাতীয় দল। দেশের হয়ে সেরা খেলা দেওয়ার জন্যই এখন পথ চেয়ে আছেন তিনি।

মতীন্দ্রনাথ কর স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট অঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ফুটবল প্রশিক্ষণ দিলেন স্বর্গীয় মতীন্দ্রনাথ কর মহাশয়। তাঁরই হাতে গড়া ছাত্ররা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বাখরাহাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। ৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ চারদিনে আশেপাশে এলাকার বিভিন্ন টিম অংশগ্রহণ করে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় বজবজ ফুটবল একাডেমি ও ফ্রেন্ডস ক্লাব মুচিশা দুটি দলের মধ্যে। উক্ত খেলায় বিজয়ী হয় ফ্রেন্ডস ক্লাব মুচিশা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাননীয় সুব্রত ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখার জন্য দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনি এই খেলার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় এমএলএ মোহনচন্দ্র নস্কর। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন জেলার সভাধিপতি শামিমা শেখ। এছাড়াও ছিলেন এলাকার ক্রীড়া সংগঠক দিলীপ দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দত্ত ও প্রাক্তন পুলিশ অফিসার উদয়নাথ চন্দ্র। সকলেই এই ধরনের খেলায় আরো বেশি আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com